ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 January 2022 ■ আগরতলা ১৬ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনার থাবা বাড়তেই রাজ্যে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলগুলিতে ক্লাস হচ্ছে না ৩০ জানুয়ারি অবধি

কলেজগুলির ক্ষেত্রে পূর্বাবস্থা বহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধিতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন আগামী ৩০ জানুয়ারি স্থগিত থাকবে। তাছাড়া, অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী একদিন অন্তর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে, অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে তবেই ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসতে পারবে। আজ সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন নিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানালেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, কলেজগুলিতে পূর্বের আদেশ ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আগামী ২৯ জানুয়ারি সামগ্রিক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনার পর পরবর্তী আদেশ জারি করা হবে, বলেন তিনি।

এদিন শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, করোনার প্রকোপের মাঝে স্কুল-কলেজ চালু রাখার বিষয়ে আজ শিক্ষা দফতরের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে স্বাস্থ্য দফতরও অংশ নিয়েছে। সামগ্রিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাঁর কথায়, ইতিপূর্বে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন স্থগিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রাক-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পঠন-পাঠন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে মোতাবেক শিক্ষা দফতর আদেশ জারি করেছে।

তিনি বলেন, ওই আদেশ আগামী সোমবার থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আগামী ২৯ জানুয়ারি পুণরায় পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই মুহুর্তে পুরোদমে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন স্থগিত করা হচ্ছে না। কারণ, বোর্ড পরীক্ষায় প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নিয়ত বিদ্যালয়ে খুবই জরুরি। তাছাড়া, বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ চলছে। বিদ্যালয়ে তাদের পঠন-পাঠন স্থগিত রাখা হলে টিকাকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটবে। স্বাস্থ্য দফতরও তাঁদের পঠন-পাঠন চালু রাখার পক্ষেই মত দিয়েছে। তাই, ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এক দিন অন্তর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ব্যবস্থা করার নির্দেশ জারি হয়েছে, বলেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অনুমতি অবশ্যই জরুরি। অভিভাবকের সম্মতিপত্র ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। এদিন শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, প্রাক-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় স্থগিত করা হলেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা কমতেই নামল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৫৪৬ জন, মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার নমুনা পরীক্ষা কমতেই নতুন করে সংক্রমণও কমল। এক লাফে দৈনিক সংক্রমণ পাঁচশর ঘরে পৌছে গেছে। ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘন্টায় ৫৪৬ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তেমনি একলাফে শতাধিক করোনা আক্রান্ত সুস্থও হয়েছেন। কিন্তু, করোনা আক্রান্তের মৃত্যু নতুন করে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৩ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তাতে, সংক্রমণের হারে নিম্নমুখী প্রবণতা তেমন বোঝা যাচ্ছে না।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৯৪৬ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৪৮০৬ জনকে নিয়ে মোট ৫৭৫২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৫২ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৪৯৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৯৪৬ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনা নমুনা পরীক্ষা কম হওয়ায় দৈনিক সংক্রমণের হার সামান্য সামান্য হয়েছে ৯.৪৯ শতাংশ। গতকাল ৯৫১৪ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১০০৭ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ১০.৫৮ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭২ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪১৩২ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৯৭৬৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪৭৩৫ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৪.০০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৪.৪৬ শতাংশ। এদিকে ০.৯৩ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় তিন জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৩২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩৭৬ জন, উত্তর জেলায় ১৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২৫ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩৮ জন, ধলাই জেলায় ৩১ জন, ঊনকোটি জেলায় ৩৪ জন, খোয়াই জেলায় ৬ জন এবং গোমতি জেলায় ১৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

মহিলাকে শ্লীলতাহানি ও মোবাইল ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ জানুয়ারি।। মন্দির নগরী উদয়পুরের বড় টিলা এলাকায় এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি এবং তার মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, নির্জনতার সুযোগে মহিলার ঘরে ঢুকে তাকে শ্লীলতাহানির পাশাপাশি মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ঘটনা আর কে পুর থানাধীন রাজনগরের বড়টিলা এলাকায়।

অভিযুক্ত যুবক সুমন আক্তারের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছেন নির্যাতিতা মহিলা। ঐ মহিলা জানিয়েছেন, এর আগেও নাকি সুমন আক্তার তার মোবাইল ফোন হ্যাক করে তার বিভিন্ন রকমের ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিল। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে গতকালও। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ওই মহিলা।

চুরিকান্ডে ধৃত যুবক শ্রীঘরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। উদয়পুরে পলিটেকনিক কলেজে চুরির ঘটনায় অবশেষে এক যুবককে আটক করা সম্ভব হয়েছে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি-না সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, উদয়পুরের বনদুয়ারস্থিত পলিটেকনিক কলেজের নবনির্মীত কোয়ার্টার কমপ্লেক্স থেকে চুরি করার অভিযোগে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। চুরি করার দায়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রশান্ত দাস নামে ঐ যুবককে আটক করে থানার হাতে তুলে দেন। জানা গেছে, গত কয়েকদিন কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে ধারাবাহিক ভাবে চুরি হয়ে আসছিল। এই সকল চুরিকান্ডে প্রশান্ত দাস জড়িত কি না সেই বিষয়েও খোঁজখবর শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।

গনধোলাইয়ে নিহত যুবকের পরিচয় মিলেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। খোয়াইয়ের বারবিল এলাকায় চোর সন্দেহে গণধোলাইয়ে নিহত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তথ্য অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার মধ্যরাত নাগাদ বারবিল সাহা পাড়া এলাকায় সন্দেহজনকভাবে এক ব্যক্তি ঘোরাফেরা করছিল। তখনই বিষয়টি এলাকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কমিটির নির্বাচন চেয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হবে এডিসি প্রশাসন : চেয়ারম্যান জগদীশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা সরকার কৌশলে টিটিএএডিসি-কে বঞ্চনা করছে। তাই, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের দাবি জানিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হবে এডিসি প্রশাসন। আজ একথা জানালেন এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা। তাঁর কথায়, ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটিতে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুমোদনে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাবে না এডিসি।

তিনি বলেন, আগরতলা পুর নিগম, বিভিন্ন পুর ও নগর সংস্থা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। অথচ, ২০২১ সালেই ভিলেজ কমিটির মেয়াদ সমাপ্ত হলেও নির্বাচনের এখনো কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। তাই, রাজ্যপালের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে এডিসি প্রশাসন।

তাঁর বক্তব্য, ভিলেজ কমিটির নির্বাচন যথা সময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় প্রশাসনিক জটিলতার বিষয়েই রাজ্যপালকে অবহিত করা হবে। তিনি বলেন, এডিসি-র প্রশাসন পরিচালনায় তিপরা মথা দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে ভিলেজ কমিটির গতিবিধি নজরে রাখার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিমান হাইজ্যাকের হুমকি দিয়ে ইমেইল, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। বিমান হাইজ্যাকের হুমকি দিয়ে ইমেইলের অভিযোগে ত্রিপুরা পুলিশ এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডেকেছে। তাঁর অভিভাবকের দাবি, তাঁদের সন্তান বেশ কিছু দিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ। চিকিতক দেখানো হয়েছে। পুলিশ সমগ্র বিষয় খতিয়ে দেখছে।

এ-বিষয়ে এয়ারপোর্ট থানার ওসি মুকুলেন্দু দাস জানিয়েছেন, গতকাল এমবিবি বিমান বন্দরের অধিকর্তা হুমকিভরা ইমেইলের অভিযোগ জানিয়েছেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ভট্টপুকুর এলাকার বাসিন্দা সুমিত দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডাকা হয়েছে। সাথে তাঁর অভিভাবকদের থানায় আসতে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, ইমেইলের যাবতীয় খুটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই যুবকের জিজ্ঞাসাবাদে কিছু অসংলগ্নতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রান্সফর্মারে আগুন, গকুলনগরে ত্রাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। শনিবার বিশালগড়ের গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় আচমকা ট্রান্সফরমারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি দমকল বাহিনী এবং বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের জানানো হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মী এবং দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফলে বড় ধরনের অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টিএসআরের প্রথম ব্যাটেলিয়ান ক্যাম্প সংলগ্ন ট্রান্সফরমারে শনিবার আচমকা আগুন লাগে। যদিও এই আগুনের তীব্রতা খুব একটা বেশি ছিল না। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন লাগার ঘটনার খবর স্থানীয় দমকলের কার্যালয়ে জানান। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রানীরবাজারে পারিবারিক ঝামেলায় আত্মঘাতী গৃহবধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। পারিবারিক ঝামেলার জেরে বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন এক গৃহবধূ। মৃতার নাম সাফিয়া খাতুন। তাঁর বাড়ি রানীরবাজার এলাকায়।

জানা গেছে, পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করে সংসার চালান। টাকা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়েছে। এই বাকবিতণ্ডার জের ধরেই সোফিয়া খাতুন বিষপানে আত্মহত্যা করেন। ঘটনাটি টের পেয়ে তার স্বামী তাকে নিয়ে যায় রাণীরবাজার হাসপাতালে।

অবস্থা সঙ্কটজনক দেখে সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে জিবি হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

টিএসআর জওয়ানের মারধরে গাড়ি চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৫ জানুয়ারি।। টিএসআর জওয়ানের মারধরে এক গাড়ি চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ধলাই জেলায় আমবাসায় বাসুদেব পাড়ায় ওই ঘটনায় স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ান সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। নিহত যুবকের নাম মরণ শীল। তিনি পেশায় গাড়ি চালক ছিলেন। অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ান অভিজিৎ চক্রবর্তী বলে চিহ্নিত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শনিবার গাড়ি চালক মরণশীল মারুতি গাড়ি করে সুরেন বড়ুয়া এবং অভিজিৎ চক্রবর্তীকে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে আমবাসার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গাড়ি ভাড়া নিয়ে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। তাতে বাসুদেব পাড়ায় গাড়ি থেকে নামিয়ে গাড়ি চালক মরণ শীলকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনা দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। গাড়ির চালক মরণ শীলের অবস্থা সঙ্কটজনক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুর থেকে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রুট হচ্ছে শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার উদয়পুর থেকে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রুট হচ্ছে। আজ দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে একথা জানান কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার হীরা প্লাস উপলব্ধির প্রমাণ এভাবেই খুব শীঘ্রই মিলবে ত্রিপুরাবাসীর।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় গোমতি জেলা সদর উদয়পুর থেকে ভায়া মেলাঘর ও সোনামুড়া থেকে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রুট হচ্ছে। সমীক্ষার কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, গতকাল ওই আন্তর্জাতিক রুট নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেডিওগ্রাফার নিয়োগের দাবীতে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। পাঁচ বছরেরও অধিক সময় ধরে রেডিওগ্রাফার পদে রাজ্যে অজ্ঞাত কারণে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। ফলে হাসপাতালগুলিতে রেডিওগ্রাফারের শূন্যতা দেখা দিয়েছে। অথচ রাজ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক রেডিওগ্রাফার বেকার রয়েছেন। তারা বারবার নিয়োগের জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন।

শনিবার রেডিওগ্রাফাদের এক প্রতিনিধি দল গোর্খাবস্তি স্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্বাস্থ্য অধিকর্তা কাছে ডেপুটেশন প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা জানান, নিয়োগের দাবি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার দ্বারস্থ হয়েছেন রেডিওগ্রাফার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকাররা। শনিবার তাদের এই দাবি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

তাদের বক্তব্য, ২০১৬ সালে রাজ্যে শেষ বারের মতো রেডিওগ্রাফার নিয়োগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনে যাত্রী পরিষেবা চালু শীঘ্রই শুরু হচ্ছে ঢাকা-চট্টগ্রাম-ব্যাঙ্কক আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান হল আজ। এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল দিয়ে যাত্রী পরিসেবা শুরু হয়েছে। আজ সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় ন্যায় ও সামাজিক ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্র মন্ত্রী কলকাতা থেকে আসা যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। তিনি নিজেও আজ নতুন টার্মিনাল দিয়ে প্রথম যাত্রীদের সাথে ভায়া কলকাতা দিল্লি যাচ্ছেন। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ইতিপূর্বে আমরা রেগার কাজ ও সামাজিক ভাতায় আবদ্ধ ছিলাম। আজ আমরা আন্তর্জাতিক উড়ান শুরু হওয়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। সাথে তিনি যোগ করেন, খুব শীঘ্রই আগরতলা ভায়া গুয়াহাটি থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্যাঙ্ককের বিমান শুরু হচ্ছে। এদিকে, আজ কলকাতার দুই নাগরিক এমবিবি বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনালে পা রেখে ভীষণ আশ্চর্য্য হয়েছেন। ত্রিপুরায় এত উন্নতমানের বিমান বন্দরের টার্মিনাল ভবন নির্মাণ সম্ভব, বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন। ভৌমিক নতুন টার্মিনাল ভবনে আসা প্রথম বিমান যাত্রীদের

শনিবার এমবিবি বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবন যাত্রীসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ছবি নিজস্ব।

ভাবতেই তাঁরা অবাক হচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, গত ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমবিবি আজ থেকে ওই ভবনের বাণিজ্যিক পরিসেবা শুরু হয়েছে। এদিন সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা চকলেট বিতরন করেছেন। যাত্রীরাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পরেন। অনেকেই তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে সেল্ফি তুলতে এগিয়ে যান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাত্রীদের কাছ থেকে নতুন টার্মিনাল ভবন সম্পর্কে অনুভূতি জেনে নেন। প্রত্যেক যাত্রী ওই নতুন টার্মিনাল ভবনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কারণ, ত্রিপুরার মতো ছোট্ট পার্বতী রাজ্যে এত উন্নতমানের টার্মিনাল ভবন নির্মাণ আদৌ সম্ভব হবে, তা সকলের কল্পনাতীত ছিল।

নতুন টার্মিনাল ভবনে বর্ধিত চেক-ইন কাউন্টার, অত্যাধুনিক লাইন ব্যাগেজ স্ক্রীনিং সিস্টেম, ফুড কোর্ট, চাহিদানুসার খাবার সহ বিশ্বমানের গুচ্ছ আউটলেট যাত্রীসাধারণ ও ভ্রমণকারীদের স্বচ্ছন্দকে সুনিশ্চিতি করবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য নির্বিঘ্ন চলাচল সহায়ক চারটি অ্যারো ব্রিজের পাশাপাশি রয়েছে ছয়টি পার্কিং-বে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কাজ করতে এসে নিখোঁজ অসমের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় কাজ করতে এসে অসমের এক যুবক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার ৩ মাস পরও তার কোন হদিস মিলছেনা। স্বাভাবিক কারণেই সে বেঁচে রয়েছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ দানা বাধতে শুরু করেছে।

রাজধানীর বর্ডার গোল চক্কর এলাকায় রাজ মিস্ত্রির কাজে এসে নিখোঁজ হয়েছে বহিঃ রাজ্যের ওই যুবক। প্রায় তিন মাস কেটে গেলেও নিখোঁজ যুবকের কোন খোঁজ খবর পায়নি তার পরিবার। উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে নিখোঁজের পরিবার। জানা গেছে, নিখোঁজ যুবকের নাম হালিম উদ্দিন(২৯)। পিতা আব্দুল লতিফ। বাড়ি পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন বাইপাস রোডের হরিনগরে।

নিখোঁজের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, গত একুশ অক্টোবর হালিম উদ্দিন নিজ বাড়ি থেকে ট্রেন যোগে রাজমিস্ত্রির কাজের জন্য আগরতলার বর্ডার গোল চক্কর এলাকায় এসেছিল। তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও নিখোঁজ যুবকের কোন খোঁজ না পেয়ে গভীর উদ্বেগ ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১০১ ◘ ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ইং ◘ ২ মাঘ ◘রবিবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সরকারকে কৃষিবান্ধব হইতে হইবে

কৃষি ও কৃষক কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া কাজ করিতে হইবে।কৃষকদের স্বার্থ বিঘ্নিত হইলে দেশের সার্বিক কল্যাণ বিঘ্নিত হইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অবিবেচনাপ্রসূত কৃষি সংস্কারের নামে সরকার অন্যায়ভাবে তিনটি নতুন কৃষি আইন চাপাইয়া দিয়িছিল। সরকারের এই একতরফা সিদ্ধান্ত কৃষক সমাজ মানিতে পারেনি। আইনগুলি বাতিলের দাবিতে তাহারা শুরু থেকেই সরব ছিল। কিন্তু সরকার তাহাদের দাবি গ্রাহ্যই করেনি। স্বভাবতই আন্দোলনে নামিয়াছিলেন কৃষকরা। পাশে দাঁড়াইয়াছিল দেশবাসী। স্বভাবতই আন্দোলনটি দেশজুড়ে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতে সময় নেয়নি। আন্দোলনের তীব্রতা দেখিয়া সরকার যথেষ্ট ভয়ও পাইয়াছিল। তবু সরকার ও শাসক দল নরম হয়নি। এমনকি বিরোধীদের তরফে দেওয়া কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাবও বারবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষকরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনায় বসিতে প্রথম দিকে রাজি হননি। সরকার বরাবর একতরফাভাবে দাবি করিয়া গিয়াছে, কৃষি আইন তিনটি দেশের কৃষিব্যবস্থা এবং কৃষকদের উন্নয়নের স্বার্থেই প্রণীত হইয়াছে। এর পিছনে কৃষক সমাজেরও যথেষ্ট সমর্থন রহিয়াযছে। কৃষকরা বিরোধীদের প্ররোচনায় পড়িয়া ভুল পথে চালিত হইতেছেন। অবিলম্বে ন্যায়ের পথে ফিরুন তাঁরা।

কিন্তু সরকারের এতসব স্তোক বাক্যে কৃষকরা ভোলেননি। তাঁহিদের আন্দোলন বজায় ছিল পূর্ববৎ। তাহাতে আরও বেশি গতিসঞ্চারের লক্ষণও স্পষ্ট হইয়া ওঠে। প্রবল বর্ষা, তীব্র ঠান্ডা কোনও কিছুই তাঁহাদের দমাইতে পারেনি। নানাবিধ প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়িই তাঁহারা আন্দোলনের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়াছিলেন মাসের পর মাস। সরকার নিরীহ কৃষকদের উপর একাধিকবার বল প্রয়োগের রাস্তা নিয়াছিল। কৃষকদের আন্দোলনজীবী, দেশদ্রোহী প্রভৃতি বদনামও দেওয়া হয়। তবু কৃষকরা শাসকের প্ররোচনায় পা দেননি। আন্দোলনের পুরোটাই তাঁহারা চালাইয়া গিযয়াছেন শান্তিপূর্ণভাবে। তবু তাঁহাদের উপর লখিমপুর খেরির মতো ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক আক্রমণ শানানো হয়। কৃষকদের অভিযোগ, এই পুরো আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য অন্তত ৭০০ কৃষকের প্রাণ গিয়াছে। এত এত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কৃষকরা আন্দোলনের রাস্তাই আঁকড়াইয়া ছিলেন। সরকার শেষমেষ বুঝিয়া যায়, কৃষকদের কোনওভাবেই নিরস্ত করা সম্ভব নয়। তাহাতে শাসক দল এবং সরকারের মুখ পুড়িবে। সামনেই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত হইবে আরও কয়েকটি রাজ্যের ভোট। ফাইনাল ম্যাচ ২০২৪-এ। এই সমস্ত ভোটের প্রত্যক্ষ ফল যে চব্বিশের যুদ্ধে পড়িবে তাহাতে কোনও সংশয় নাই। দেশজুড়িয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূলে আনিবার একটাই রাস্তা: কৃষকদের আন্দোলন থামানো। শুকনো কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। কৃষকদের দাবিই শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হবে। গুরু নানকের জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে এক ঘোষণার মাধ্যমে নয়া কৃষি আইনগুলি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেন। আইনগুলি দ্রুত প্রত্যাহারও করিয়া নেওয়া হয়। কিন্তু কৃষকদের বক্তব্য ছিল, আরও ছয় দফা দাবি ওইসঙ্গে মানিতে হইবে। যেমন কৃষকদের নামে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলিকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। অবিলম্বে নির্ধারণ করিতে হইবে কৃষিপণ্যের এমএসপি।

কথা রাখেনি সরকার। এখনও অব্দি কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ কৃষকদের নজরে পড়েনি। উল্টে কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার সম্প্রতি বড় গলায় দাবি করিলেন, বাতিল কৃষি আইনগুলি এই সরকার সময়-সুযোগমতো ফিরাইবেই! সঙ্গত প্রশ্ন উঠে যায়, এই সরকারের কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ? সোজা কথায়, এই সরকার আগুন নিয়ে খেলার কৌশলটি কোনওমতেই ছাড়িতে রাজি নয়। বস্তুত তাহারই পরিণাম দেখা গেল পাঞ্জাবে। সেখানে একাধিক সভা-সমাবেশ ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর যাওয়ার কর্মসূচি ছিল। সেই উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের মাটিতে পাও রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও অনুষ্ঠানেই যাওয়ার সুযোগ ঘটেনি তাঁহার। প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথেই পাহাড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ”গো ব্যাক মোদি” স্লোগান মুখে হাজার হাজার কৃষক।

আফস্পা আইন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অচল

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

স্বাধীন ভারতে আফস্পা আইন এখন একটা কলমজনক আইন। এই আইন দেশের সর্বত্র প্রচলিত নয়। এই আইন যে সব রাজ্যে বা যে সব অঞ্চলে দেশদ্রোহ (?) সম্ভব বলে শাসক দল বা শাসক কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে সেখানেই তা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই আইন মানবাধিকার আইনের প্রতিবন্ধক। দীর্ঘদিন ধরে মণিপুরে এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন শর্মিলা চানু। আফস্পা আইন রদ করার জন্য শর্মিলা চানু এবং মানবাধিকার কর্মীরা আন্দোলন করেছে। শর্মিলা চানু দীর্ঘদিন অনশন করেছেন। মণিপুর এমনিতে খুবই শান্ত রাজ্য। সেই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলাও আশাপ্রদ। কিন্ত মণিপুরে কিছু মানুষ মণিপুরের স্বাধীনতাকামী। সেই কবে মণিপুর স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিছু মানুষ সেই স্বাধীনতা দাবি করে উগ্রপন্থা অবলম্বন করেছে। সেই উগ্রপন্থীদের কতজন মণিপুরবাসী

সমর্থন করে তা জানা নেই। এই অবস্থায় মণিপুরে আফস্পা আইন চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আফস্পা একটি সামরিক আইন। এর আইনের ফলে সামরিক বাহিনী যদি কোনো মানুষকে উপ্রগন্থী বলে সন্দেহ করে তবে তাকে বিনা বিচারে যতদিন খুশি আটকে রাখতে পারে। সেই ব্যক্তির মুক্তির জন্য কোনো বিচারালয়ে মামলা করা যাবে না। কেবল তাই নয়, কোনো ব্যক্তিকে সন্দেহজনক উপ্রপন্থী মনে করে তাকে গুলি করে মারতেও পারে সামরিক বাহিনী। এর প্রতিবাদে কেউ কোনো বিচারালয়ে বিচার প্রার্থনা করতেও পারবে না। এই হত্যার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণের কোনো সুযোগও থাকবে না। এই আইন স্বাভাবিক জীবনযাপনের অন্তরায়। এই প্রেক্ষাপটে আফস্পা সামরিক আইনের আন্দোলন করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের বিষয়ে নীরব। মনমোহন সিং যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেইসময় শর্মিলা চানুর অনশনের প্রেক্ষাপটে অনেকেই তার কাছে আফস্পা সামরিক আইন রদ করার জন্য আবেদন করেছিলেন, অনেকে দাবিও করেছিলেন। কিন্তু এইসব আবেদন-নিবেদনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিন্দুমাত্র টলেননি। একটা সহানুভূতির কথাও মনমোহন সিং মহাশয়ের মুখ থেকে বের হয়নি।

তার ফলে আফস্পা আইন উদ্দেশ্য। যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। রয়ে গেল নিরাপত্তার নামে নির্বিচার হত্যার, নির্বিচার আটকের ছাড় পত্র। পৃথিবী অগ্রগণ্য গণতান্ত্রিক কোনো দেশে, সমস্যা সমাধানে, এত সহজ সরল ব্যবস্থা, আফস্পা আইনের মতো কোথাও নেই। ইদানিং ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অন্যতম রাজ্য নাগাল্যান্ডে আফস্পা সামরিক আইনের যে ব্যবহার দেখা গেছে, তা ভীতিপ্রদ ও বিস্ময়কর। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এমন ঘটনা ঘটা বিধেয় নয়। নাগাল্যান্ডের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে আফস্পা আইন চালু রাখার কোনো নৈতিক অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার আর নেই। তবু কেন্দ্রীয় সমর্থনে কোনো কথা কেউ উচ্চারণ করতে পারেনি। মেঘালয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, এই আইন গণতন্ত্রের বিরোধী, তাই অবিলম্বে এই আইন কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে। মিজোরাম রাজ্যের দাবিও অনুরূপ। নাগাল্যান্ড রাজ্য থেকে সশস্ত্র বাহিনীর এই বিশেষ ক্ষমতা আইন বা আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে নাগাল্যান্ড রাজ্যের বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়েছিল গত ২০শে ডিসেম্বর। নাগাল্যান্ড রাজ্যের বিধানসভা আফস্পা আইন নিয়ে উত্তাল। সেখানে সব রাজনৈতিক দলের বিধায়করাই উচ্চকণ্ঠে আফস্পা আইনের বিরুদ্ধে গত ২০শে ডিসেম্বরের এই বিধানসভার অধিবেশন তাই ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়েছে। সব দলের বিধায়করাই একমত্য হয়ে আফস্পা আইন বাতিল করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

তার আগে, এক সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নাগাল্যান্ডের পুলিশ। তারা অবৈধভাবে গুলি জন্য স্বতঃ প্রণোদিতও হয়ে এফআইআর দায়ের করেছে। এই এফআইআরে তারা উল্লেখ করেছে যে, স্থানীয় পুলিশ দফতরকে অন্ধকারে রেখেই আধা সামরিক কম্যান্ডোরা অভিযান চালিয়ে সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করেছে। অসম রাইফেলসের বিরুদ্ধে নাগাল্যান্ড পুলিশ সরাসরি অভিযোগ তোলে। বলা হয়েছে যে রাজ্যের নিরীহ মানুষদের হত্যা ও আহত করাই ছিল কমান্ডোদের উদ্দেশ্য ৪ঠা ডিসেম্বরের এই ন্যক্কারজনক হত্যাকাণ্ড নিয়ে সংসদের অধিবেশন ত্ত শুরুর সময়ই থেকেই প্রতিবাদী সাংসদরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। বিরোধী সাংসদরা নাগাল্যান্ডে নিরীহ শ্রমিকদের উপর গুলি চালনা নিয়ে আলোচনার দাবি করেন। যে গ্রামে আধা সামরিক কমান্ডোরা গুলি চালিয়েছিল সেই গ্রাম এক বড় জনপদের গ্রাম, সে গ্রামের নাম ওটিং। আইনশৃঙ্খলার যদি কোনো জন্য দারী করা যেত। কিন্তু ওটিং গ্রামে কোনো আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারই ছিল না, সেখানে উগ্রপন্থীদের কোনো কাজকারবারও ছিল না। এই আফস্পা আইন প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষকে সন্ত্রস্ত করার এই চেষ্টা নাগা শান্তি আলোচনায় ছায়া ফেলতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। কেননা যেভাবে স্থানীয় মানুষজন গুলি সঙ্গে সমঝোতা আলোচনা বন্ধ রাখতে নাগারা চাগ সৃষ্টি করতে পারে এবং তা কোনোভাবেই অস্বাভাবিক নয়। এই গুলি চালনার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের। কারণ যে আইন প্রয়োগ করা হয়েছে তা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন, রাজ্যের নয়। যারা গুলি চালিয়েছে তারা সবাই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন আধা সামরিক বাহিনীর কমান্ডো। আফস্পা আইনের এই অপপ্রয়োগে ক্ষুব্ধ নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র বলেছেন যে তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। আফস্পা আইন রদ করা সম্বন্ধে অবশ্য স্বরাষ্ট্রী নীরব। তিনি বলেছেন যে যারা এই গুলি চালনায় নিহত হচ্ছে তাদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এইসব দায়সারা পদক্ষেপে সন্তুষ্ট হননি নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। তিনি চেয়েছেন আফস্পা আইনের প্রত্যাহার। কেননা এই অমানবিক আইনের দাপটে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। ওঁপনিবেশিক শাসনে এন আইন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন তো ভারত এক স্বাধীন রাষর। এই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বলবৎ। এই গণতন্ত্র কাঠামোর মধ্যে আফস্পা আইন বেমানান। যতই আভ্যন্তরীণ সংঘাত থাকুক, তাতে গণতান্ত্রিক মতাদর্শের মাধ্যমেই ফয়সালা করতে হবে, আফস্পার মতো আইন প্রয়োগ করে নয়। ২০শে ডিসেম্বরে নাগাল্যান্ড বিধানসভার জরুরি অধিবেশনে এইসব বিষয় নিয়ে বিধায়করা বিক্ষুব্ধ। তারাও নাধ্যভাবেই আফস্পা আইনের প্রত্যাহার চেয়েছেন। আফস্পা আইন নিয়ে মণিপুরবাসীর আন্দোলনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই আইন অন্যান্য রাজ্যেও প্রযুক্ত হয়েছে। কাশ্মীর তো এই আইনের প্রয়োগ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মতো। তাছাড়াও মিজোরাম, অরুণাচল, এমনকী মেঘালয়েও কখনো কখনো আফস্পা আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। যেখানে রাজ্যই আইনশৃঙ্খলার সমস্যা মেটাতে সক্ষম, সেখানেও প্রযুক্ত হয়েছে আফস্পা আইন। এ এক তাজ্জব ব্যাপার। দেশের বিক্ষুনাগরিকদের হত্যা করা যেন অতি সহজ একটি বিষয়, যে বিষয় দেশের প্রচলিত আইনের তোয়াক্কা করে না। যাই হোক, নাগাল্যান্ডের ওটিং গ্রামে নিরীহ ১৩ জন শ্রমিককে কমান্ডোরা হত্যা করেছে, ভারতের সুশীল সমাজ তার প্রতিবাদ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস দলত্তো সেখানে এক প্রতিনিধি দল পাঠাতে চেয়েছিল, খুবই ন্যাধ্য কারণেই। কিন্তু তখন তো নাগাল্যান্ড উত্তাল। তাই সেই প্রতিনিধি দল এয়ারপোর্টে গিয়েও ফিরে আসে।

ভারতের শান্তিপ্রিয় মানুষ চায় না এমন ঘটনা আবার ঘটুক। তবে এটা অবশ্যই চায় যে দোষীদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। নাগাল্যান্ডে বিধানসভাও সেই দাবি করেছে। নাগাল্যান্ড যেমন দাবি করেছে এমন কু- আইন প্রত্যাহার করতে হবে, তেমনই দাবি করেছেত্ত মেঘালয় আর মিজোরাম। ভারতের উঠেছে। আমরা চাইব নাগা শান্তি আলোচনা শীঘ আবার শুরু হোক এবং যত শীঘ সম্ভব নাগাল্যান্ডে শান্তি ফিরে আসুক। নাগাল্যান্ড বিধানসভা ২০ ডিসেম্বরের বিশেষ অধিবেশনে দাবি করেছে নাগা সমস্যার সম্মানজনক সমাধান। ভারতের দেশবাসীও সেই কামনাই করে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আলো আমার আলো-অন্তর্দেশের আলো

দীপক মুখোপাধ্যায়

আলো নিয়ে ছোটবেলায় আমার কোনও বাড়িতে আগ্রহ ছিল না। তবে হ্যাঁ, আমি বিভিন্নরকম আলো দেখার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের মামাবাড়িতে দীর্ঘ সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না। তখন ব্যবহার করা হত হ্যারিকেনের আলো। আমি অপেক্ষা করতাম আমার দাদু, ডাকসাইটে বড়বাবু, কখন অফিস থেকে ফিরবেন। কারণ তিনি ফিরলে একটা হ্যাজাকবাতি জ্বালিয়ে দিতেন। যত দিন গিয়েছে, বুঝেছি সেই হ্যাজাকবাতির আলোয় একটা মায়া ছিল।

আমি তখন ১৯। শিবপুর গণনাট্য শাখায় জড়িয়ে পড়ি। সেখানেই আলাপ 'চেতনা'-র অরুণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, তখন আলো নিয়ে কারওরই তেমন মাথাব্যথা ছিল না দিন হেলেদুলে গড়ায়। আমিও দেখতে দেখতে ৩০। 'চেতনা'-র নতুন নাটকের মিটিংয়ে গিয়েছি। সব মিটিংয়েই কম বেশি পিছনে বসে গল্পগুজব করতাম, সেদিনও তাই করছি। এমন সময় কর্তাব্যক্তির রাজখাঁই গলা এল কানে। 'দীপক, শুনছ'? আমি দিব্যি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনছি তো'। ওঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, 'আহলে বলো, দায়িত্বটা কে নেবে'? বলে বসলাম, 'আমাকে দিলে আমিই নেব'। ওই 'দায়িত্ব', যা নেওয়ার কথা হচ্ছিল, তা আলোর দায়িত্ব। আমার ওই গল্পগুজব, বক্তৃতা না-শোনাই আমাকে আলোর দুনিয়ায় প্রবেশ করাল। শুনলাম আলো দেবেন 'নিমুদা', নির্মল বারিক। শিবপুর ট্র্যাম ডিপোর কাছে ওঁর ইলেকট্রিকের দোকান, এখন আর হ্যাঁটতে পারেন না।

তিনিই আমার আলোজীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু। ছোট থেকেই বইপড়য়া ছিলাম। 'সুশিক্ষিত লোক মানেই স্বশিক্ষিত'—প্রথম চৌধুরীর এই কথাটা ছোটবেলাতেই মনে গেঁথে গিয়েছিল। ফলে, দায়িত্ব পাওয়ামাত্র আমি গিয়ে পৌঁছলাম ব্রিটিশ কাউন্সিলে। অবশ্য তারও অনেক দিন আগে আমি ফিল্ম সোসাইটিতে ঢুকে পড়েছি। হয়তো এসবের জন্যই আমার মন খানিক প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। সবমিলিয়ে আলোর একটা ধারণাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল হয়তো বা।

আমার মনে হয়, এই আলোর ধারণার প্রথম সঠিক মঞ্চপ্রয়োগ করেছিলাম। 'জগন্নাথ' নাটকে। তিল তিল করে আলো ঢেলেঠিলাম। আমি মনে করি, থিয়েটারের যে চল বা রিদ্‌ম আলোকযন্ত্রী হিসাবে তোমাকে তা হাতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। 'জগন্নাথ' করতেন অরুণদা। তাঁরই অভিনয়ের রিদ্‌ম আমি হাতে এনেছিলাম।

ব্যাপারটা এমনই আয়ত্ত হয়েছিল যে, চোখ বুজের করতে পারতাম। একা, দু'হাত দিয়ে পিয়ানো বাজানোর মতো। একবার ইন্টারভ্যালে আড়মোড়া ভাঙ্গছি, দেখি বিভাস চক্রবর্তী। বললেন, 'কীভাবে কাণ্ডটা চালাচ্ছ, দেখতে এলাম।' কিন্তু মুশকিলেও পড়েছি। অরুণদা অসুস্থ হলে আমার বন্ধু বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী 'জগন্নথ' নাটকের মূল চরিত্রটা করত। তখন দেখেছি, আমার নিজেরই হাতকে আমি কিছুতেই সামলাতে পারতাম না। আমার হাতে তখনও অরুণাবুর রিদ্‌ম আলো কোথায় রাখা হবে---এটাও কিন্তু থিয়েটারের বড় দিক কলকাতার থিয়েটারের ট্রেন্ড ঃ দেখাতে পারলেই হল। কিন্তু কীভাবে দেখাব, কোনটা আমার নিজস্ব দেখাতে চাওয়া, সেই নিয়ে ক'জনের কপালে ভাঁজ তৈরি হয়? দিল্লিতে ইস্ট-ওয়েস্ট সেমিনার হয়েছিল ১৯৬৬-তে। সেখানে নাট্যব্যক্তিত্ব ডেরিক জেফ্রিস একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। জেফ্রিস বলেছিলেন, "আলোর ব্যাপারে মুশকিল হয় তখনই যখন একজন পরিচালক নাটকটা মনে মনে 'দেখতে' চান, আর আলোক নির্দেশক চান 'অনুভব' করতে"। আমি উপস্থিত ছিলাম না। পরে একটি লেখায় পড়ি এ কথা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আলোক নির্দেশক হিসাবে আমার কাজ নাটকের ভিতরটা খোঁজা।

সেই অন্তর্দেশের খোঁজ আমি পেয়েছি। দেবেশ রায়ের 'সয়ম অসময়ের বৃত্তান্ত' উপন্যাসটিকে যখন নাট্যরূপ দেওয়া হল, তখন নাটকের ভিতরকার অবসরকে কাজে লাগালাম, যাকে ইংরেজিতে বলে 'স্পেস'। সুমন, সুমন মুখোপাধ্যায় ছিল পরিচালক। মঞ্চায়ন আমার বন্ধ হিরণ মিত্রর। এক গ্রামে পুলিশ কয়ে কজন আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে। মঞ্চে মেয়েরা দাঁড়িয়ে। আর বিভিন্ন হাইটে দাঁড়িয়ে পুলিশ। পুলিশের যে প্রধান, সে সামনের দিকে, আরও একটা হাইটে। ধর্ষণের দৃশ্যে পুলিশ মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্যান্ট খুলতে থাকে। হাঁটু পর্যন্ত নামালেই বন্ধ হয়ে যায় আলো। মিউজিক বেজে ওঠে। আবর ফিরে আসে আলো। এবারের আলোর রূপটা অন্যরকম। মঞ্চ জুড়ে নয়, বিক্ষিপ্তভাবে। বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা ধর্ষিতা মেয়েদের উপর স্পটলাইট। যেখানে, যে হাইটে থেকে পুলিশ প্রধান অর্ডার দিয়েছিল, সেই হাইটটাতে কেউ ছিল না। তবু, আমি সেই হাইটটাইর উপরও আলো ফেলেছিলাম। সেখানে শুধুমাত্র দর্শকদের খানিক আগের স্মৃতি ছিল, সর্বেসর্বার নির্দেশের স্মৃতি। তার ফলে সমস্ত রাগ, ঘেন্না এসে পড়ে ওই শূন্যস্থানে। আমার মনে হয়েছে, এটাই হল সেই ভেতর থেকে খুঁজে বের করা।

দেবেশবাবুর আর একটি উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র বাঘারুর কথা বলতে পারি এ প্রসঙ্গে। এই নাটকটিও সুমন মুখোপাধ্যায়েরই ডিরেকশন। টিমটিমে আলো ও গাছ-জঙ্গলের ভিতর বাঘারু দাঁড়িয়ে। উপন্যাস এই অংশটির নাম 'বাঘারুর আত্মপরিচয়'। হরিণ মিত্র লোহার নানা কাঠানো দিয়ে অবিস্মরণীয় জঙ্গল বানিয়ে তুলেছিল। এই জঙ্গলের মধ্যেই বাঘারু ঢোকে। কাছেই অফিসারদের ক্যাম্প। বাঘারু। আত্মপরিচয় দেয়। বলে, মাচিসটা জ্বালান। এ সময়টা জুড়ে অল্প আলো। অল্প আলোতে বাঘারু, গাছ সবই প্রতীয়মান। আমি সুমনকে বললাম, "প্রত্যেকটা গাছের হাতে যদি টর্চ দেওয়া হয়? যখন বলছে 'মাচিসটা জ্বালান', তখন প্রত্যেকই যদি বাঘারুর গায়ের উপর টর্চের আলো ফেলে?" সুমন বলল, 'বেশ ঠিক আছে।' নাটকের দিন 'মাচিসটা জ্বালান' বলতেই দেবজ্যোতি মিশ্ররমিউজিকের সঙ্গে বাঘারুর গায়ে এসে পড়ল টর্চের আলো। আর তখনই, আকাদেমির সমস্ত অডিটোরিয়ামে এ -দেওয়াল ও-দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল কত কত বাঘারু। এক মুহূর্তে কয়েকটা টর্চের সৌজন্যে মঞ্চ ছেড়ে বাঘারু ছড়িয়ে পড়ল একজন সামাজিক এনটিটি রূপে।

এখানেই রাজনীতি। অনেকে ভেবে থাকে, রাজনীতির প্রজ্ঞান বুঝি পরিচালকদেরই থাকে। কিন্তু আমরা, যারা মঞ্চের পিছনে কাজ করি, আমি, হরিণ, দেবজ্যোতি --- ছোটখাটো কাজেই আমাদের নিজস্ব 'রাজনীতি পরিচয়' ফুটে উঠবে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র আরেকটা দৃশ্যের কথা বলি। বাঘারু জঙ্গলে যাচ্ছে মোষের পাল নিয়ে। এমন সময় গ্রহণ হবে। কিন্তু কীভাবে দেখাব মঞ্চে? আমি চারটে টিনের কৌটোর মধ্যে ল্যাম্প দিয়ে উপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। মূল আলো তো রইলই, সঙ্গে এটাও জ্বালা থাকত। অ্যাকাডেমিত দুটো ইউং আলোর জন্য দু'জন লোক, তাদেরহাতের নিজস্ব রিদ্‌ং রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আলাদা রিদ্‌ম। ফলে অন্ধকার কখনও সামনে থেকে, কখনও বা পিছন থেকে আসত। আমি বলে দিয়েছিলাম, তাড়াহুড়া না করতে। আস্তে ধীরে করলেই হবে। দু'জনের হাতেররিদ্‌ম মেলাতে গেলে অন্ধকার এভাবে হত না কোনও দিনই। আলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অন্ধকার নিয়েও কথা বললাম অনেক। আলো-কে জানা, মানে অন্ধকারকে আরও বেশি করে জানা। তা না হলে থিয়েটারের ম্যাজিক বুঝতে অসুবধে হয়। শেষ করছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের একটা এগ্‌জিবিশনের ঘটনা দিয়ে। মডেলের এগ্‌জিবিশন— রঘুনাথ গোসস্বামীর কাজ। অ্যাসিস্ট করেছিল হিরণ মিত্র। আলো আলো তাপস সেনের। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। এসেছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর সঙ্গে আমার ফিল্ম সোসাইটির সময় থেকেই আলাপ। তাপস সেন তা অবশ্য জানতেন না। তাপসদা শমীকদাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই দেখো, ও দীপক, আমি যেখানে কাজ করি, ও সেখানে যায়। দেখে আর শেখে। ও আমার একলব্য শিষ্য।' আমার আলোজীবনের সবথেকে বড় প্রাপ্তি এই কথাটুকু।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

কোভিড-বিধি না মানলেই বাংলাদেশে লকডাউন, হুঁশিয়ারি জাহিদ মালেকের

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশে বিগত কিছু দিন ধরে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নাগরিকদের উদ্দেশে সে দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক জানালেন, করোনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েই চলেছে। সরকারের কোভিড-বিধিনিষেধ না মানলে দেশের পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ, তখন বাধ্য হয়ে লকডাউনে যেতে হবে। তিনি আরও জানান, লকডাউন লাগু হলে দেশের ক্ষতি হবে, তাই আমরা সেদিকে যেতে চাই না। আমরা চাই সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুক। শনিবার বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিন ও ডায়ালাইসিস ইউনিটের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহিদ মালিক। সেখানেই তিনি বলেন, করোনা খুবই ঊর্ধমুখী, শুক্রবার প্রায় ৪ হাজার ৪০০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই হারে বাড়াটা খুবই আশঙ্কাজনক।

বিগত ৫ বছর উত্তর প্রদেশে কল্যাণকর ও সর্বস্পর্শী শাসন দিয়েছে বিজেপি : ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): বিগত ৫ বছর ধরে উত্তর প্রদেশে কল্যাণকর, সর্বস্পর্শী এবং সংবেদনশীল সরকার দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর বিশ্বাস, ২০২২ সালের গণতন্ত্রের উৎসবে উত্তর প্রদেশের জনগণ আবারও একই স্পষ্টতার সঙ্গে বিজেপিকে আশীর্বাদ করবেন। শনিবার বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান, সেখানে তিনি বলেছেন, 'মোদীজির নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশে দরিদ্রদের কল্যাণ হয়েছে, যোগীজির সরকার বিগত ৫ বছরে দাঙ্গাবাজ, গুন্ডারাজ, দুর্নীতিবাজদের দমন করেছে। উত্তর প্রদেশে মেয়েরা এখন রাতেও নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন।' ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশে মেডিকেল কলেজ খুলছে, এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি হচ্ছে। উন্নয়নের নিরিখে দেশের মধ্যে শীর্ষে উঠে এসেছে উত্তর প্রদেশ।' যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধান বলেছেন, 'যোগীজির সরকার বিগত ৫ বছরে গুন্ডারাজ, দুর্নীতিবাজ, মাফিয়াদের দমন করতে কাজ করেছে। আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যোগীজি উত্তর প্রদেশকে দাঙ্গামুক্ত রাজ্যে পরিণত করেছেন।'

গোয়ালপাড়ায় পুলিশের গুলিতে ঘায়েল সন্দেহজনক এটিএম লুটেরা

গোয়ালপাড়া (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : গোয়ালপাড়ার নয়াপাড়ায় পুলিসের গুলিতে ঘায়েল হয়েছে আরও একজন। পুলিশের দাবি, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিটি একজন এটিএম লুটেরা। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণাইয়ের জনৈক মোসাদ্দিক হুসেন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। পুলিশের কাছে জানা গেছে, হুসেনের বিরুদ্ধে একটি এটিএম-এ সংগঠিত ডাকাতির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এটিএম-এর সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে শনাক্ত করে। পরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নয়াপাড়া এলাকায় তার ভাড়াঘরে হানা দিয়ে মোসাদ্দিককে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ তাকে থানায় আসার প্রক্রিয়া চালানোর সময় সে পালানোর চেষ্টা করে। তখন পুলিশ তাকে আটকাতে 'নিয়ন্ত্রিত গুলি' চালাতে বাধ্য হয়। গুলি লেগে মোসাদ্দিক হুসেন আর পালাতে পারেনি। পরি গুলিবিদ্ধ অভিযুক্ত মোসাদ্দিককে গোয়ালপাড়ার একটি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়। হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বারামুল্লায় ধৃত ৩ লস্কর জঙ্গি, সন্ত্রাসীদের কাছে মিলল পিস্তল ও গ্রেনেড

শ্রীনগর, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় ৩ জন লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিকে গ্রেফতার করল সুরক্ষা বাহিনী। গত ১১ জানুয়ারি বারামুল্লা জেলার সোপোরের দারাপোরা এলাকায় সোপোরে পুলিশ, সিআরপিএফ ও সেনাবাহিনীর নাকা চেকিংয়ের সময় গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ লস্কর জঙ্গিকে। ধৃত জঙ্গিদের কাছ থেকে মিলেছে দু'টি পিস্তল, দু'টি পিস্তলের ম্যাগাজিন, ১৩টি পিস্তলের গুলি ও একটি গ্রেনেড। শনিবার কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত লস্কর জঙ্গিদের নাম-আরাফাত মজীদ দার, তৌসিফ আহমেদ দার ও মোমিন নাজির খান। ১১ জানুয়ারি চিনার ক্রসিং দারাপোরা এলাকায় সেনাবাহিনীর ২২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সোপোরে পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর ১৭৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের যৌথ নাকা চেকিংয়ের সময় ৩ লস্কর জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। ৩ জনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয়, তারপরই গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এই ৩ জন লস্কর জঙ্গিদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করত।

সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের জন্য সুপরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনী : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): সেনাবাহিনী দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসী সৈনিকদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেনাবাহিনীর প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শনিবার সকালে টুইটারে লিখেছেন, সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের জন্য সুপরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনী। টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশের সুরক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অমূল্য অবদানে কোনও শব্দই যথার্থ নয়। ১৫ জানুয়ারি সেনাবাহিনী দিবস হিসেবে পালিত হয়। এদিন সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'সেনাবাহিনী দিবসে সাহসী সৈনিক, ভেটেরান্স ও তাঁদের পরিবারকে শুভেচ্ছা। সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের জন্য সুপরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনী। দেশের সুরক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অমূল্য অবদানে কোনও শব্দই যথার্থ নয়।'

দেশের প্রতি সেনাবাহিনীর নিঃস্বার্থ সেবা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য প্রেরণাস্রোত : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): সেনাবাহিনী দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসী সৈনিকদের বীরত্বকে কুর্নিশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেনাবাহিনীর প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শনিবার সকালে টুইটারে লিখেছেন, দেশের প্রতি সেনাবাহিনীর নিঃস্বার্থ সেবা, সমর্পণ ও অঙ্গীকার প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য প্রেরণাস্রোত। বীর সেনা জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্যকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অমিত শাহ। ১৫ জানুয়ারি সেনাবাহিনী দিবস হিসেবে পালিত হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন টুইটে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে লিখেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জওয়ান, প্রাক্তন সৈনিক ও তাঁদের পরিবারকে সেনা দিবসের শুভেচ্ছা। মাতৃভূমির রক্ষা সর্বদা তৎপর বীর সৈনিকদের অদম্য সাহস, শৌর্য ও সর্বোচ্চ বলিদানকে নমন করছি। দেশের প্রতি সেনাবাহিনীর নিঃস্বার্থ সেবা, সমর্পণ ও অঙ্গীকার প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য প্রেরণাস্রোত।

শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কেই নজর, জোটে দলিতদের চান না অখিলেশ : চন্দ্রশেখর আজাদ

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): অখিলেশ যাদবের নজর শুধুমাত্র দলিতদের ভোটব্যাঙ্কের দিকে, কিন্তু তিনি জোটে দলিতদের মোটেও চান না। বললেন ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ। আক্ষেপ প্রকাশ করে শনিবার চন্দ্রশেখর আজাদ বলেছেন, ১ মাস ৩ দিন জোটের জন্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু জোট হল না। এদিন সকালে সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দ্রশেখর আজাদ বলেছেন, বিগত ৬ মাসে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। ইতিবাচক কথাও হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি অনুভব করেছি, অখিলেশ যাদবের দলিতদের কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি এই জোটে দলিত নেতাদের চান না। তিনি চান দলিতরা তাঁকে শুধু ভোট দিক।' সমাজবাদী পার্টির প্রধান ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের বিরুদ্ধে তোপ দেগে দিয়ে ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ বলেছেন, 'সমস্ত আলোচনার পর, শেষ পর্যন্ত আমি অনুভব করেছি অখিলেশ যাদব এই জোটে দলিতদের চান না, তিনি শুধুমাত্র দলিতদের ভোটব্যাঙ্ক চান।

দুই ছাত্রকে নিগ্রহের প্রতিবাদে ট্র্যাফিক পুলিশের এসপি এর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে এনএসইউআই। ছবি নিজস্ব।

নাগাল্যান্ডের কয়েকটি জেলায় ফের আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার-এর প্রাদুর্ভাব, সতর্কতা জারি

কোহিমা (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের কয়েকটি জেলায় ফের আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার (এএসএফ)-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। রাজ্যের পশুপালন ও পশু চিকিৎসা পরিষেবা বিভাগ এই খবর নিশ্চিত করে সাধারণ জনগণকে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছে। রাজ্যের পশুপালন ও পশু চিকিৎসা পরিষেবা বিভাগ এক বিবৃতি জারি জানিয়েছে, গুয়াহাটির খানাপাড়ায় অবস্থিত নর্থ-ইস্টার্ন রিজিওনাল ডিজিজ ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (এনএইচডিআরডিডিএল) রিয়েল টাইম পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (আরটিপিসিআর) পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। মককচং জেলার অন্তর্গত লংজংকং ও সাটির গ্রাম এবং ফেক জেলার অধীন কুজাতু গ্রাম, ওয়াজেহো ব্লক থেকে শূকরের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য গুয়াহাটির এনএইচডি আরডিডিএল-এ পাঠানো হয়েছিল।

এনএইচডিআরডিডিএল-এর কাছ থেকে রিপোর্ট আসার পর সংশ্লিষ্ট এলাকা তথা রাজ্যের জনসাধারণ, শূকর চাষি, শূকর ব্যবসায়ী, কসাইদের সতর্ক ও সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পাশাপাশি গৃহপালিত শূকর বা খামারের শূকর বা বুনো শূকরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে এর খবর জরুরি ভিত্তিতে নিকটবর্তী পশুপালন ও পশু চিকিৎসা পরিষেবা বিভাগ তথা প্রাণী অধিকরণকে অবগত করতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রাণী আইন, ২০০৯-এর সংক্রমণ এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ'-এর বলে ভারত সরকার কর্তৃক জারিকৃত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বন ও পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সেরো-সার্ভেইল্যান্স নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের জন্য পশুপালন ও পশু চিকিৎসা পরিষেবা দফতর আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। অধিকন্তু, মককসং এবং ফেক জেলার অধীনস্থ আক্রান্ত গ্রামগুলিতে রোগ প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্রস্থল থেকে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধকে সংক্রমিত অঞ্চল এবং ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধকে সার্ভেইল্যান্স অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে, জানানো হয়েছে বিভাগীয় বিবৃতিতে।

কোভিড প্রকোপ, আসাম রাইফেলসের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবি ডিমা হাসাওয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের

হাফলং (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আসাম রাইফেলসের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছে জেলার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন।

আজ শনিবার ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের কার্যালয়ে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মার স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, রাংখল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারীরা যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে হাফলঙে চলমান আসাম রাইফেলসের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিথ সেংইয়ং বলেন, সমগ্র দেশে ওমিক্রন এবং কোভিডের তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অসম তথা ডিমা হাসাও জেলায়ও কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রমিথ সেংইয়ং বলেন, ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলায় কোভিডে আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষই বহিঃরাজ্যের।

প্রমিথ বলেন, আসাম রাইফেলসে নিযুক্তির জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিদিন শতাধিক যুবক হাফলং আসছেন। এদের মধ্যেই কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা বেশি। তাছাড়া বহিঃরাজ্য থেকে আগত অনেক যুবক কোভিড পজিটিভ হওয়ার পর হাসপাতাল বা কোভিড পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পালিয়েও যাচ্ছে। এমন-কি নিউহাফলং স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পর অনেকে আবার পুলিশ ও স্বাস্থ্য কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। এতে পাহাড়ে গণ-সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ছে বলে আশংকা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

সেংইয়ং বলেন, কোভিডের সংক্রমণ ডিমা হাসাও জেলায় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আসাম রাইফেলসের চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে বা স্থগিত রাখতে জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে জেলার ছাত্র সংগঠনগুলি। তিনি বলেন, আসাম রাইফেলসের এই নিয়োগ প্রক্রিয়া আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলায় কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ২৭৯ জন। এর মধ্যে শুক্রবার ডিমা হাসাওয়ে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৬৭ জন। এদের মধ্যে নিউহাফলং স্টেশনে আসাম রাইফেলসের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মহারাষ্ট্র থেকে আগত ৪৯ জন যুবক কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

তাছাড়া জেলায় আজ শনিবারও বহু লোক আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মোট কত লোক কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন, তার তথ্য পাওয়া যায় নি।

এদিকে স্বাস্থ্য বিভাগের এক সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে কোভিডে আক্রান্ত সক্রিয় মোট রোগীর সংখ্যা ১৯২ জন। এর মধ্যে ১০৫ জনের চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড কেয়ার সেন্টারে। তাছাড়া হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৮৭ জন।

ভারতীয় সেনাকে কুর্নিশ, রাজস্থানে প্রদর্শিত হল ২২৫ ফুটের জাতীয় পতাকা

জয়পুর, ১৫ জানুয়ারি (হি.স) : বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাতীয় পতাকার প্রদর্শিত হল রাজস্থানে। শনিবার ৭৪তম সেনা দিবস পালিত হচ্ছে দেশজুড়ে। সেই উপলক্ষে রাজস্থানে ভারত-পাক সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে প্রদর্শিত হল খাদি কাপড়ের তৈরি বৃহত্তম জাতীয় পতাকা। এনিয়ে দেশে পঞ্চমবার এই পতাকাটি প্রদর্শন করা হল।

রাজস্থানের জয়সলমীর জেলার শেষে রয়েছে ভারত-পাক সীমান্ত। আর এই সীমান্ত লাগোয়া গ্রামই হল লঙ্গেওয়ালা। ১৯৭১ সালে এখানেই ঐতিহাসিক লঙ্গেওয়ালার যুদ্ধ হয়েছিল। জাতীয় সেনা দিবসে দেশের বীর সেনাদের আত্মত্যাগকে আরও মহিমান্বিত করতেই এদিন এই গ্রামে খাদির তৈরি বৃহত্তম জাতীয় পতাকা প্রদর্শিত হল।

গত বছর গান্ধীজয়ন্তীতে প্রথমবার এই জাতীয় পতাকা প্রদর্শিত হয়েছিল লেহ-তে। এর পর ৮ অক্টোবর অর্থাৎ বায়ু সেনা দিবসে হিন্দন বিমানঘাঁটিতেও প্রদর্শিত হয়েছিস বৃহত্তম জাতীয় পতাকাটি। একুশের ২১ অক্টোবর করোনার টিকাকরণে ১০০ কোটি গণ্ডি পার করেছিল ভারত। সেই গর্বের মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে লালকেল্লায় বৃহত্তম পতাকা প্রদর্শিত হয়। আবার নৌদিবসে অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় দেখানো হয় এই জাতীয় পতাকা। বিশ্বের বৃহত্তম জাতীয় পতাকা। পতাকাটি লম্বায় ২২৫ ফুট, প্রস্থে ১৫০ ফুট এবং ওজন ১৪০০ কেজি। পতাকার মাঝে থাকা অশোক চক্রটির ব্যাস ৩০ মিটার।

জাতীয় সেনা দিবস উপলক্ষে দেশের সেনাবাহিনীকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটারে লেখেন, "দেশের বীর সৈনিক এবং তাঁদের পরিবারকে কুর্নিশ জানাই। তাঁদের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ আমাদের গর্বিত করেছে।" শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাষ্ট্রের দুই চিটফান্ড সংস্থার ৪১০ কোটি টাকার ফ্ল্যাট, জমির প্লট বাজেয়াপ্ত করল ইডি

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি (হি.স) : কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) একটি আর্থিক তছরূপ মামলায় মহারাষ্ট্র ভিত্তিক ওমকার গ্রুপ এবং ভাইকিং গ্রুপের ৪১০ কোটি টাকার ফ্ল্যাট এবং জমি বাজেয়াপ্ত করেছে।

এই সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে মুম্বইয়ের ওরলি ভিত্তিক ওমকার গ্রুপের টাওয়ার সি-তে তিনশো ত্রিশ কোটি টাকার ফ্ল্যাট এবং শচীন জোশীর মালিকানাধীন ভাইকিং গ্রুপের ৮০ কোটি টাকার পুনের ভিরামে একটি খালি জমি। ঔরঙ্গাবাদের সিটি চক থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করেছে।

ইডি গত বছর ২৫ জানুয়ারি এবং ২৭ জানুয়ারি একটি তল্লাশি চালিয়ে ওআরডিপিএল নামে এক সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাবুলাল ভার্মা, কমল কিশোর এবং এর চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করেছিল। পরে গ্রেফতার করা হয় শচীন জোশিকে। ইডি এর আগে গত বছরের ২৬ মার্চ বোম্বের সেশন কোর্টে মামলা দায়ের করে।

তদন্তে ৪১০ কোটি টাকা ঋণের পরিমাণ জালিয়াতি করে অর্জিত হয়েছিল সুরানা ডেভেলপারস ওয়াদালা, এলএলপি, ওআরডিপিএল-এর একটি অংশীদারী সংস্থা মিথ্যাভাবে আর্থিক প্রতারণা করত বলে অভিযোগ ওঠে।

'৪১০ কোটি টাকার মধ্যে ৩৩০ কোটি টাকা ওমকার গ্রুপের ভবনে পাচার করা হয়েছিল এবং প্রায় ৮০ কোটি টাকা শচীন জোশী এবং তার ভাইকিং গ্রুপ অফ কোম্পানিগুলির মাধ্যমে পরিষেবা এবং বিনিয়োগের আড়ালে পাচার করা হয়েছিল' বলে ইডি জানিয়েছে।

কাছাড়ে এফসিআই-এর কাছে ধান বিক্রির জন্য কৃষি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের আহ্বান

শিলচর (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলায় ধান বিক্রির জন্য কৃষকদের কৃষি বিভাগের স্থানীয় খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে অথবা এফসিআই (ভারতীয় খাদ্য নিগম)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। জেলাশাসকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনে জেলার কৃষকদের জন্য এ ব্যাপারে দুটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। ৯৬৫৪৩ ২০১৭১ এবং ৯৪০৯৫ ৬৪৪৬০, এই দুই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে কৃষি বিভাগ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কৃষি বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, চাষকৃত জমির জমাবন্দি কপি নিয়ে স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাম পঞ্জিয়ন করতে হবে। এর পর নিকটবর্তী ধান ক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে কৃষকদের নিজেদের ফটো সংবলিত ব্যাঙ্কের পাসবুকের কপি জমা দিয়ে ধান বিক্রয়ের ধার্যকৃত দিনক্ষণ জেনে নিতে হবে। ধান ক্রয় কেন্দ্রে যাবার সময় সামান্য ধানের নমুনা পরীক্ষার জন্য নিয়ে যেতে হবে। চাষাবাদের জমির দাগ নম্বর বা পাট্টা নম্বর সঙ্গে নিতে হবে। অন্য কারো জমিতে চাষাবাদ করা হলে সেক্ষেত্রে জেলাশাসকের নিয়োজিত আধিকারিকের দ্বারা স্বাক্ষরিত নির্দিষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে নাম পঞ্জিয়ন করতে বলা হয়েছে।

ধান বিক্রির তিন-চার দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক মারফত বিক্রয়ের টাকা অ্যাকাউন্টে জমা হবে। উল্লেখ্য, এ বছর ধানের বিক্রয় মূল্য মোটা ধানের ক্ষেত্রে ১,৯৪০ টাকা এবং মিহি ধানের ক্ষেত্রে ১,৯৬০ টাকা ধার্য হয়েছে।

শিলচরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে হবে প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলন

শিলচর (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : কোভিড প্রটোকল মেনে আগামী ২৬ জানুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় শিলচরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে সাধারণতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলন করা হবে সকাল ৯-টায়। সাধারণতন্ত্র দিবস শিলচরে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালনের জন্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডিডিসি রাজীব রায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় জানানো হয়েছ, আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের পর মাঠে বিভিন্ন সরকারি বিভাগের উদ্যোগে উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলির প্রদর্শনীর ট্যাবলো বের করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিদের সংবর্ধনাও জানানো হবে এদিন। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালনের জন্য সভায় সারাদিন ব্যাপী কার্যসূচি প্রণয়ন করা হয়। রাজীব রায় জানান, কোভিড বিধিমালার জন্য এ বছর রাজ্য সরকারের নির্দেশে কোনওধরনের খেলাধুলো, যোগাসন প্রতিযোগিতা এবং প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা সম্ভব হবে না। কার্যসূচিগুলিতে কেবল দুই ডোজ ভ্যাকসিনপ্রাপ্ত নাগরিকরাই অংশ নিতে পারবেন। পাশাপাশি ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদেরকেও তাদের ভ্যাকসিন নিতে হবে কোনও কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে। এডিসি দীপক জিডুং সহ বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিক, বেসরকারি সংগঠনগুলির কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সভায় জানানো হয়েছে, সাধারণতন্ত্র দিবস পালনের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনও নতুন এসওপি আসলে তা যথাসময় জানিয়ে দেওয়া হবে।

জিবিপি হাসপাতালে শিশুদের জন্মগত ভাবে হৃদযন্ত্রের ত্রুটি সনাক্তকরণ শিবির

আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীনে এখন রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে শিশুদের জন্মগত বিভিন্ন ত্রুটির সনাক্তকরণ করা হচ্ছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে প্রতি শুক্রবার সিটিভিএস এন্ড আইআর বিভাগে শিশুদের জন্মগতভাবে হৃদযন্ত্রের ত্রুটি সনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে হৃদরোগ নিয়ে শিশুদের হৃদরোগ সনাক্তকরণ এবং তার পরবর্তী চিকিৎসার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়। এখন পর্যন্ত মোট ৪৩ জন শিশুর হৃদরোগ সনাক্তকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু শিশুকে অপারেশনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং কিছু শিশুকে বহিঃরাজ্যে রেফারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের সিটিভিএস এন্ড আইআর বিভাগের একটি অন্যতম সফল পরিষেবা স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কংগ্রেসের হয়ে লড়বেন মডেল অর্চনা গৌতম, জোর চর্চা উত্তরপ্রদেশে

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি (হি.স) : আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে হস্তিনাপুর আসন থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন অভিনেত্রী তথা মডেল অর্চনা গৌতম। প্রার্থীপদ ঘোষণা হতেই তাঁকে নিয়ে দারুণ চর্চা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অভিনেত্রী নাগমাকে মিরাট থেকে প্রার্থী করেছিল কংগ্রেস। যদিও সেবার চতুর্থ হয়েছিলেন নাগমা। গ্ল্যামারাস ভাবমূর্তির জন্য বিখ্যাত ২৬ বছর বয়সি অর্চনা। গত বছরই তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। রাজনীতিতে আসার আগে অনেক সিনেমাতে কাজ করেছেন অর্চনা। এছাড়াও তিনি আইআইএমটি মিরাট থেকে বিজেএমসি কোর্স করেছেন। ২০১৫ সালে বলিউডে পা রাখেন তিনি। ২০১৮ সালে মিস বিকিনি প্রতিযোগিতায় অর্চনা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এর আগে ২০১৪ সালে মিস উত্তরপ্রদেশ এবং ২০১৮ সালে মিস কসমো ওয়ার্ল হয়েছিলেন অর্চনা। তিনি দক্ষিণী চলচ্চিত্রের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। তেলেগু, তামিল ছবিতেও কাজ করেছেন।

ফের অত্যাধুনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করল উত্তর কোরিয়া

পিয়ং ইয়াং, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : শনিবার ফের অত্যাধুনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করল উত্তর কোরিয়া। তবে এবার ট্রেন থেকে। শনিবার কিম জং উন প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেন থেকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করা হয়েছে । একাধিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এই নিয়ে চলতি মাসে তৃতীয়বার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করল উত্তর কোরিয়া । সে দেশের বিদেশ মন্ত্রীর দাবি, নিজেদের সুরক্ষার জন্যই এই পরীক্ষা করেছে উত্তর কোরিয়ার সেনা । জানা গিয়েছে, উত্তর কোরিয়ার সর্বশেষ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাগুলো ৩৬ কিলোমিটার উচ্চতা দিয়ে প্রায় ৪৩০ কিলোমিটার দূরে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। এই ক্ষেপণাস্ত্রের গতি বাতাসের গতির চেয়েও প্রায় ছয় গুণ বেশি ।এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনা দাবি করেছিল, নতুন দুটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে উত্তর কোরিয়া হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দু''টি আসন বরাদ্দ করেছিলাম, আজাদই জোটে থাকতে নারাজ : অখিলেশ যাদব

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের পালা চলছে এখন কংগ্রেসে। সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোটে থাকতে ইচ্ছুক নন বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ। এবার সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বললেন, আজাদই জোটে থাকতে নারাজ। তাঁকে দু''টি আসন বরাদ্দ করা হয়েছিল। শনিবার চন্দ্রশেখর আজাদ বলেন, ১ মাস ৩ দিন জোটের জন্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু জোট হল না। এদিন সকালে সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দ্রশেখর আজাদ বলেছেন, বিগত ৬ মাসে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। ইতিবাচক কথাও হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি অনুভব করেছি, অখিলেশ যাদবের দলিতদের কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি এই জোটে দলিত নেতাদের চান না। তিনি চান দলিতরা তাঁকে শুধু ভোট দিক। চন্দ্রশেখর আরও বলেন, সমস্ত আলোচনার পর, শেষ পর্যন্ত আমি অনুভব করেছি অখিলেশ যাদব এই জোটে দলিতদের চান না, তিনি শুধুমাত্র দলিতদের ভোটব্যাঙ্ক চান। চন্দ্রশেখরের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এদিন সপা প্রধান অখিলেশ বলেন, 'তাঁকে দু''টি আসন বরাদ্দ করেছিলাম, কিন্তু তিনি কোথাও থেকে ফোন পাওয়ার পর জোট প্রত্যাখ্যান করেন।'

ত্রিপুরা সরকার

বিজ্ঞপ্তি

৪৪তম ককবরক দিবস উপলক্ষ্যে ১৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ২০২২ ইং সুপারীবাগান, কৃষ্ণনগরস্থিত দশরথ দেব অডিটরিয়ামে নিম্ন বর্ণিত অনুষ্ঠান সূচী, যা অডিটরিয়ামের এক-তৃতীয়াংশ দর্শক/শ্রোতা/অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে
উক্ত অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয়, শ্রী প্রেম কুমার রিয়াং, মাননীয় সদস্য, ত্রিপুরা বিধানসভা, শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা, মাননীয় সদস্য, ত্রিপুরা বিধানসভা, শ্রী ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, মাননীয় সদস্য, ত্রিপুরা বিধানসভা, শ্রী পুনীত আগরওয়াল, (আইএএস), প্রধান সচিব, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, ডঃ বিশাল কুমার (আইএএস) অধিকর্তা, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, আনন্দ হরি জমাতিয়া, অধিকর্তা, উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

-:অনুষ্ঠান সূচী:-

একক চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত প্রতিযোগিতা (Solo Traditional Folk Song Competition)

১. সময়: দুপুর ১ ঘটিকা থেকে ৩.৩০ ঘটিকা
২. উক্ত প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ২৫ জনকে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হবে।
৩. নাম নথিভুক্ত করার জন্য 7005379326 নম্বর যুক্ত ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ(Whatsapp)-এ যোগাযোগ করে আপনার ক্রমিক নং চেয়ে নেবেন।
৪. প্রতিযোগিতা হবে মূলত 'জাদু কলিজা (তিপরা ভারত)' গানের উপর।
৫. প্রতিযোগিতায় আকর্ষণীয় ৮টি পুরস্কারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। (1st, 2nd, 3rd & 5 Consolation Prizes)
৬. শিল্পীকে গানের সহযোগিতার জন্য সারিন্দা ও সুমুই বাদক রাখা আছে।

কবি সম্মেলন (Poet Meet)

১. সময়: দুপুর ৩:৩০ ঘটিকা থেকে ৫:৩০ ঘটিকা
২. কবি সম্মেলনে স্বরচিত ককবরক কবিতা পাঠের জন্য নাম নিবন্ধীকরণ আবশ্যক।
৩. প্রত্যেক কবিকে কবিতা পাঠের জন্য সর্বোচ্চ ৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং পাঠের পর কবিতার কপি অফিসে জমা দিতে হবে।
৪. সর্বাধিক ৩০ জন ককবরক কবিকে কবিতা পাঠের সুযোগ দেওয়া হবে আগে নাম নথিভুক্ত করার নিরিখে।
৫. নাম নথিভুক্ত করার জন্য 7005379326 নম্বর যুক্ত ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ (Whatsapp) -এ যোগাযোগ করে আপনার ক্রমিক নং চেয়ে নেবেন।
৬. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ককবরক কবিদের আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা (Open Quiz Competition)

১. স্থান - দশরথ দেব অডিটরিয়াম, সুপারীবাগান, কৃষ্ণনগর, আগরতলা
২. তারিখ : ১৮ই জানুয়ারী, ২০২২ইং
৩. সময়: সন্ধ্যা ৫:৩০ ঘটিকা থেকে ৭:৩০ ঘটিকা

সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
তারিখ ঃ ১৯শে জানুয়ারি, ২০২২
সময় ঃ ৩ ঘটিকা থেকে রাত্রি ৮ ঘটিকা
স্থান ঃ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং-১ আগরতলা

উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধানঅতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয়, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ডঃ অতুল দেববর্মা, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা, শ্রী পুণীত আগরওয়াল, প্রধান সচিব, (আই.এ.এস) জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, শ্রী বিশাল কুমার (আই.এ.এস) অধিকর্তা, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, অধিকর্তা, ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু দপ্তর এবং অধিকর্তা, উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার।

অনুষ্ঠান সূচি

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
উপরোক্ত দুই দিনের অনুষ্ঠান সমাজের সকল অংশের মানুষের সক্রিয় উপস্থিতিতে সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠুক।

স্বাঃ- (আনন্দ হরি জমাতিয়া)
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
ত্রিপুরা সরকার।

ICA-D-1657/2021-22

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতে নিস্তেজ ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনবেন কীভাবে?

শীতে যেমন বাড়ে শরীরের নানা সমস্যা তেমনই ত্বকেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। শীতকালে আবহাওয়া থাকে শুষ্ক আর এই প্রভাব পড়ে আমাদের ত্বকেও। চামড়া খসখসে হয়ে যায়, টান পড়ে। প্রাকৃতিক আর্দতাও নষ্ট হয়ে যায়। বাইরে দূষণ যেমন বেশি থাকে তেমনই শীতে ক্রিম, ময়েশ্চারাইজার. তেল-সবই ব্যবহার করা হয়। সারাদিন ক্রিম, ময়েশ্চারাইজার মাখার ফলে মুখের উপর একটা ময়লার আস্তরণ পড়ে। এর ফলে নষ্ট হয়ে যায় ত্বকের উজ্জ্বলতা।

শীতে ত্বক যাতে পুষ্টি পায়, ত্বকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য আর আর্দতা যাতে বজায় থাকে তার জন্যই আপনি ব্যবহার করতে পারে বাড়িতে তৈরি ফেসপ্যাক। ত্বকের বিষয়ে আমরা সকলেই সচেতন। প্রাকৃতিক পুষ্টি সমৃদ্ধ উপাদান ব্যবহার করলে তা ত্বকের ওপর কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া ফেলে না। তাই ঘরে তৈরি ফেসপ্যাক আপনার ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি ত্বককে পুষ্টি দান করবে। এর জন্য কী-কী ফেসপ্যাক আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, দেখে নিন অলিভ অয়েল এবং কফির তৈরির ফেস প্যাক এই ফেসপ্যাকটি তৈরি করতে এক থেকে দুই চামচ অলিভ অয়েল নিয়ে তাতে এক চামচ কফি মেশান। ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই ফেসপ্যাকটি আপনার মুখ এবং ত্বকে লাগান।

১৫ মিনিটের জন্য এটি ত্বকের ওপর রেখে দিন। এরপর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

চন্দনের ফেস প্যাক

উজ্জ্বল ত্বক পেতে এক চা চামচ চন্দন গুঁড়ো এক চা চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে নিন। এতে ১ থেকে ২ চা চামচ অ্যালোভেরা জেল মেশান। এই প্যাকটি আপনার ত্বককে হাইড্রেট করবে। এটি আপনার ত্বকের ওপর প্রয়োগ করুন এবং ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

বিটরুট এবং মুলতানি মাটির ফেস প্যাক একটি পাত্রে এক টেবিল চামচ মুলতানি মাটির গুঁড়ো, ৩/৪ চা চামচ বিটরুট গুঁড়ো, এক থেকে দুই টেবিল চামচ দই এবং এক থেকে দুই ফেঁটা বাদাম তেল মেশান। এটি আপনার ত্বকে ওপর প্রয়োগ করুন এবং ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বককে নরম করতে সাহায্য করবে। নারকেল তেল এবং চিনির ফেসপ্যাক

শীতে শুষ্ক ও প্রাণহীন ত্বক থেকে মুক্তি পেতে নারকেল তেল ব্যবহার করুন। একটি পাত্রে এক থেকে দুই টেবিল চামচ নারকেল তেল এবং চিনি মিশিয়ে নিন। এটি আপনার শুষ্ক এবং প্রাণহীন ত্বকে আলতোভাবে প্রয়োগ করুন। ২০ মিনিটের জন্য এটি ছেড়ে দিন। হালকা স্ক্রাব করে গরম জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন এবং পার্থক্য নিজেই অনুভব করুন।

বার্ধক্যের ছাপকে নিয়ন্ত্রণ করুন

বয়স যতই একটি সংখ্যা হোক মাত্র, বয়সের ছাপ সবার প্রথমে ত্বকের ওপরই পড়ে। একটা সময় মনে করা হত, ৩০ বছর পেরলেই নাকি ত্বকে দেখা দিতে শুরু করে বলিরেখা। নানা ধরনের দাগ ছোপ দেখা দিতে শুরু করে তখন। কিন্তু এখন বিশেষজ্ঞরা বলছেন অন্য কথা। তাঁরা বলছেন, বলিরেখা হওয়ার কোনও নির্দিষ্ট বয়স নেই।

চামড়ায় প্রথম ভাঁজ পড়লেই জানবেন সময় হয়েছে বার্ধক্যের। ঘরোয়া কিছু নিয়ম মানলে বলিরেখা রোধ করা যায়। সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী উপায় হল অ্যান্টি-এজিং ফেস মাস্ক। আপনি সহজেই বাড়িতে তৈরি করতে পারবেন এই অ্যান্টি-এজিং ফেস মাস্কগুলি। যদি নিয়মিত এটি ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই আপনি পার্থক্য দেখতে পাবেন নিজের চোখে।

অ্যালোভেরা ও গ্রিন টি-এর ফেস মাস্ক

গ্রিন টি তৈরি করুন। একটু ঠান্ডা হতে দিন। দুই টেবিল চামচ গ্রিন টি নিন এবং এতে এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল দিন। এই মিশ্রণটি মুখে এবং ঘাড়ে লাগান। আঙুল দিয়ে হালকাভাবে ম্যাসাজ করুন। তারপর ১৫ থেকে ২০ মিনিট এটি ত্বকে রেখে দিন। এরপর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করতে পারেন। এক মাসের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

ডিম ও দইয়ের ফেস প্যাক

একটি ডিম ভেঙে হলুদ অংশটা আলাদা করে একটি পাত্রে রাখুন। এবার সাদা অংশটা ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এতে এক টেবিল চামচ তাজা দই যোগ করুন। উপাদানগুলি এক সঙ্গে মিশ্রিত করুন। এই মিশ্রণের একটি সমান স্তর সারা মুখে এবং ঘাড়ে লাগান। ১৫-২০ মিনিটের জন্য এটি ছেড়ে দিন। শুকনো হয়ে গেলে এটি জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার বা দুইবার ব্যবহার করতে পারেন। এই ফেস প্যাক ব্যবহার করলে ত্বকের অতিরিক্ত তৈলাক্তভাবও দূর হয়ে যাবে।

নারকেল তেল ও অলিভ অয়েল নারকেল তেল এবং অলিভ অয়েল সমান পরিমাণে নিন। এক সঙ্গে মেশান এবং এই তেলের মিশ্রণটি আপনার ত্বকে ম্যাসাজ করতে ব্যবহার করুন। আলতো করে ম্যাসাজ করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এর পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আপনি এটি প্রতিদিন ব্যবহার করতে পারেন।

কলার ফেস প্যাক

একটি পাকা কলা নিন। এর খোসা ছাড়িয়ে নিন। ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। কাঁটা চামচের সাহায্যে কলার টুকরোগুলো ম্যাশ করুন বা হাতের সাহায্যেও করতে পারেন। ম্যাশ করা কলা দিয়ে মুখ এবং ঘাড়ে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন এবং তারপর ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি আপনি সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করতে পারেন। আপনার ত্বকে যদি ব্রণর সমস্যা থাকে, সেই সমস্যাও দূর করে দেবে এই ফেস প্যাক।

শীতকালে ত্বকের চামড়া খুব তাড়াতাড়ি ঝুলে যাচ্ছে না কি?

বলিরেখা, ত্বক ঝুলে পড়া এবং মুখের দাগ বার্ধক্যের লক্ষণ। এমন পরিস্থিতিতে রান্নাঘরে উপস্থিত উপাদান থেকে তৈরি করতে পারেন অ্যান্টি-এজিং ফেস মাস্ক। ঘরে তৈরি এই মাস্কগুলি ব্যবহার করে এই ধরণের সমস্ত লক্ষণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন আপনি। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে ঘরেই তৈরি করতে পারেন এই অ্যান্টি-এজিং ফেস মাস্ক।

অ্যালোভেরা এবং গ্রিন টি:

গ্রিন টি তৈরি করুন। একটু ঠান্ডা হতে দিন। দুই টেবিল চামচ গ্রিন টি নিন এবং এতে এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল দিন। এই মিশ্রণটি মুখে এবং ঘাড়ে লাগান। আঙুল দিয়ে হালকাভাবে ম্যাসাজ করুন। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলার আগে এটি ত্বকে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করতে পারেন।

ডিম এবং দই ফেস প্যাক: একটি ডিম ভেঙে ভাল করে ফেটিয়ে একটি পাত্রে রাখুন। এতে এক টেবিল চামচ ফ্রেস দই যোগ করুন। তাদের একসঙ্গে মিশ্রিত করুন। এই মিশ্রণের একটি সমান স্তর সারা মুখে এবং ঘাড়ে লাগান। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য এটি রেখে দিন। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার জল করুন। সপ্তাহে একবার বা দু'বার ব্যবহার করতে পারেন।

নারকেল তেল এবং জলপাই তেল:

নারকেল তেল এবং অলিভ অয়েল সমান পরিমাণে নিন। একসঙ্গে মেশান এবং এই তেলের মিশ্রণটি আপনার ত্বকে ম্যাসাজ করার জন্য ব্যবহার করুন। আলতো করে ম্যাসাজ করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এর পর বিশুদ্ধ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আপনি এটি প্রতিদিন ব্যবহার করতে পারেন। কলার ফেস প্যাক: একটি পাকা কলা নিন। এর খোসা ছাড়িয়ে নিন। ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। কাঁটা চামচের সাহায্যে কলার টুকরো ম্যাশ করুন বা পরিষ্কার আঙ্গুল ব্যবহার করুন। ম্যাশ করা কলা দিয়ে মুখ এবং ঘাড়ে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। তারপর ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে দিন। ফ্রেস জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করুন।

মধু এবং ডিমের কুসুমের প্যাক: প্রথমে একটি পাত্র নিন এবং তাতে ২ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। এবার অন্য একটি পাত্রে ডিম ফেটিয়ে নিন। মধুর মিশ্রণে ফেটানো ডিম যোগ করুন। সব উপকরণ ভাল করে মিশিয়ে নিন। এরপর এই মিশ্রণটি আপনার ত্বকে লাগিয়ে শুকোতে দিন। এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলুন।

মুখের অবাঞ্ছিত লোমকে টা টা বলতে এই ৩ সহজ ঘরোয়া উপায়ই যথেষ্ট

মুখের মধ্যে অবাঞ্ছিত চুল দূর করার জন্য বাড়িতে ও পার্লারে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট করেছেন। এবার মুখের বাড়তি চুল অপসারণের জন্য সহজ ও কার্যকরী উপায় চলে এসেছে। চুলের বৃদ্ধি ও অবস্থান বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া সবচেয়ে আগে দরকার। অস্থায়ী পদ্ধতি অনুসারে প্লাকিং ও থ্রেডিং হল অন্যতম কারণ। প্লাকিংয়ের জন্য ফলিকলগুলি থেকে চুল ছেটে ফেলতে সহায়তা করে।

চিবুকের নীচে, ভ্রু-র মাঝখানে ও নীচের অংশের জন্য প্লাকিং করা যায়। ঠেঁচের উপরের অংশের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত নয়। যেখানে আগে থ্রেড বা প্লাকিং করবেন, সেই জায়গায় আগে তুলো দিয়ে পরিস্কার করে মুথে নিতে হবে। তারপর হালকা আন্টিসেপটিক দ্রবণে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

থ্রেডিং করা খুবই সাধারণ ও সহজ কাজ। এটি ঠেঁটের উপরে ও ভ্রু সুন্দর করে আঁকতে সাহায্য করে। আসলে ভ্রুয়ের সঠিক আকার দেওয়ার জন্যই থ্রেডিং করা হয়। ঘন ধব থ্রেডিয়ের ফলে ত্বকের মধে জ্বালাভাব দেখা যায়। সংবেদনশীল ত্বকে থ্রেডিংয়ের পর র‍্যাসেস ও ফুসকুড়ির মত বেরিয়ে যায়। এছাড়া ব্রণ থাকলে থ্রেডিং চলতে থাকলে ব্রেকআউট হতে পারে।

মুখের অবাঞ্ছিত চুলের জন্য ওয়াক্সিং ব্যবহার করতে পারেন। অনেক বিউটি পার্লারে মুখের চুল অপসারণের জন্য কাটোরি ওয়াক্সিং করানো হয়। কোল্ড ওয়াক্স মুখের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ বলে গন্য করা হয়। মুখের বড় অংশে ওয়াক্সিং এড়িয়ে চলুন।

এপিলেশন- চুল অপসারণের জন্য একটি এপিলেটর দারুণ কার্যকরী। এটি একধরনের গ্যাজেট। মুখের চুলকে ত্বক থেকে আলাদা করতে এপিলেটরের কোনও তুলনা হয় না। এর ফলে ৪-৬ সপ্তাহ স্থায়ী থাকে।এপিলেটর চুলকে শিকড় থেকে নির্মূল করতে সাহায্য করে। প্রথম দিকে একটু ব্যাথা বেদনা পেতে পারেন।

স্থায়ী পদ্ধতি করাতে হলে তাকে ইলেক্ট্রোলাইসিস এবং লেজার বলা হয়। উভয় পদ্ধতিতে ফের চুলের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এখন ট্রান্সডার্মাল ইলেক্ট্রোলাইসিস করা হয়, তাতে সূঁচ ব্যবহার করা হয় না। একজন দক্ষ অপারেটর খুঁজে পাওয়া বেশ ভাগ্যের ব্যাপার।

লেজার একটি তীব্র আলোর রশ্মি। যা চুলের ফলিকলগুলিকে শোষন করে নেয়। লেজার চুলের ফলিকলের চুল তৈরি করার ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। ত্বকের বাকি অংশের ক্ষতি রোধ করতে কুলিং ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে পুনরায় বৃদ্ধি ঘটে। একটি ভাল লেজার ক্লিনিক খুঁজে পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে মুখের অবাঞ্ছিত চুল বা লোম নির্মূল করা সম্ভব নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি কমানো যেতে পারে। চিনি, লেবুর রস, জল দিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে চুলের বৃদ্ধি আটকাতে পারেন। এই পেস্ট মুখের ত্বকে শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। এমনটা সপ্তাহে এক থেকে দুবার প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়া ৩ চা চামচ গুঁড়ো বার্লি, এক চা চামচ ঠান্ডা দুধ, ২-৩ চা চামচ লেবুর রসের সঙ্গে মেশাতে পারেন। এরপর মুখের ত্বকে প্রয়োগ করে ২০ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩বার করুন। নির্দিষ্ট সময়ের মধে চুলের বৃদ্ধি না ঘটাতে সাহায্য করে।

উপসর্গ দেখা দিলে বাড়িতেই করুন কোভিড টেস্ট জানুন র‍্যাপিড অ্যান্ট্রিজেন টেস্ট করার পদ্ধতি

গোটা দেশ জুড়ে প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সেই সঙ্গে চাহিদা বাড়ছে কোভিড টেস্ট করার। উপসর্গ লক্ষ্য করা মাত্রই অবিলম্বে টেস্ট করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। যার ফলে ডায়াগনোস্টিক সেন্টারগুলির উপর বাড়ছে চাপ, অনেকের ক্ষেত্রে রিপোর্ট পেতেও দেরি হচ্ছে।

তাই এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসাচ বাড়িতেই র‍্যাপিড অ্যান্ট্রিজেন পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে। কোভিড টেস্ট মূলত তিন রকম পদ্ধতিতে করা হয়। আরটি পিসিআর, র‍্যাপিড অ্যান্ট্রিজেন এবং অ্যান্ট্রিবডি টেস্ট। দোকান থেকে কিট কিনে এনে খুব সহজে বাড়িতেই করা যেতে পারে র‍্যাপিড অ্যান্ট্রিজেন টেস্ট। কিন্তু বাড়িতে কীভাবে কোভিড টেস্টিং কিট ব্যবহার করতে হয়, তা অনেকেই জানেন না। তাহলে দেখে নিন বাড়িতে কোভিড টেস্ট করার পদ্ধতি - কীভাবে বাড়িতে কোভিড টেস্টিং কিট ব্যবহার করবেন? ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ ডায়াগনোস্টিক সেন্টারগুলির চাপ কমাতে, উপসর্গযুক্ত ব্যক্তি এবং যারা কোভিড আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছেন তাদের হোম টেস্টিং কিট-এর মাধ্যমে র‍্যাপিড অ্যান্ট্রিজেন টেস্ট করার পরামর্শ দিয়েছে। ১) একটি পরিষ্কার, স্যানিটাইজ করা জায়গায় টেস্ট কিটটি রাখুন। ২) টেস্ট করার আগে, হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে নিন। ৩) টেস্টিং কিটে উল্লিখিত অ্যাপটি ডাউনলোড করুন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য দিন। ৪) এবার কোভিড টেস্টিং পাউচটি ছিঁড়ে একে একে বার করুন যাবতীয় সামগ্রী। সবগুলো পরিষ্কার স্থানে রাখুন। কোভিড টেস্টিং পাউচটি খোলার পরে ৩০ মিনিটের মধ্যে টেস্ট সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। ৫) এক হাতে নিয়ে অল্প করে দু-একটি টোকা দিয়ে অভ্যন্তরীণ তরল ঝাঁকিয়ে নিন। আলতো চাপে খুলে নিন ঢাকনা। ৬) ক্যাপটি খুলে ফেলুন এবং টিউবটি হাতে ধরে রাখুন। ৭) টিউবটি এক হাতে ধরে রাখার সময়, খুলুন এবং সোয়াবের প্রান্ত একেবারেই স্পর্শ করবেন না। ৮) এবার ধীরে ধীরে - নাকের ভিতরে ঢোকান। দুই থেকে চার সেন্টিমিটার নাকের ভিতরে প্রবেশ করান। ৯) ধীরে ধীরে কাঠিটিকে অন্তত পাঁচ বার ঘুরিয়ে নিন, যাতে নাকের ভিতরের তরলে ভালো করে ভিজে যায় নমুনা সংগ্রহের অংশটি। এই ভাবে দু'টি নাকেই একই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন।

১০) সোয়াবটি ঢুকিয়ে দিন। ১১) কাঠিটির অতিরিক্ত অংশ ভেঙে এবং ক্যাপ দিয়ে টিউবটি আটকে নিন।

১২) তারপর কয়েকটি টোকা দিয়ে টিউবে চাপ দিয়ে দুই ফেঁটা তরল টেস্ট কার্ডের নির্দিষ্ট ছিদ্রে ফেলুন।

১৩) ফলাফলের জন্য ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর দেখুন কার্ডে কয়টি দাগ দেখা যাচ্ছে। তবে ২০ মিনিটের পরে প্রদর্শিত হওয়া ফল অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। ১৪) কার্ডে যদি শুধু সি দাগটি দেখা যায়, তা হলে পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হবে। তবে কার্ডে যদি সি এবং টি উভয় দাগই দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোভিডে আক্রান্ত। কোন কোন দিকে নজর রাখতে হবে? হোম টেস্টিং কিট দিয়ে পরীক্ষা করার সময় কয়েকটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখা খুব জরুরি। ১) যে সকল ব্যক্তি আগে কখনও বাড়িতে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করেননি, তারা অবশ্যই টেস্টিং পাউচের নির্দেশাবলী পড়ে নিন। তারপর ওই টেস্টিং পাউচের নির্দেশাবলী অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন। ২) সোয়াবটি পর্যাপ্ত সময়ের জন্য বসতে দিন। কোনও হস্তক্ষেপ করবেন না। ৩) টেস্ট করার আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া কিংবা স্যানিটাইজ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে স্থানটিতে কিটটি রাখা হবে, সেই স্থানটিও যেন ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়। পরীক্ষার পর যাবতীয় সামগ্রী নির্দিষ্ট থলেতে ভরাই বাঞ্ছনীয়। এই মৌলিক স্বাস্থ্যবিধিগুলি যদি ঠিক করে মেনে না চলা হয়, তাহলে পরীক্ষার ফলাফল সঠিক নাও হতে পারে। তাছাড়া, র‍্যাপিড অ্যান্ট্রিজেন টেস্টে কোভিড পজিটিভ আসা মানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে করোনায় আক্রান্ত। তবে অ্যান্ট্রিজেন টেস্টে কোভিড নেগেটিভ আসা মানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোভিডে আক্রান্ত নন এমনটা নিশ্চিত হয়ে বলা চলে না। তাই উপসর্গ থাকলে আরটি পিসিআর টেস্ট করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। অ্যান্ট্রিজেন টেস্ট এবং আরটি পিসিআর-এর মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর? আরটি পিসিআর-এর তুলনায় অ্যান্টিজেন টেস্ট কিছুটা হলেও পিছিয়ে। বাড়িতে থেকেই অ্যান্টিজেন পরীক্ষা বেশ সুবিধাজনক মনে হতে পারে, কিন্তু পিসিআর পরীক্ষার তুলনায় অ্যান্টিজেন টেস্টের রেজাল্ট ফলস পজিটিভ বা নেগেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অর্থাতহোম টেস্টিং কিটের মাধ্যমে পরীক্ষা করলে, রিপোর্ট অনেক সময় ভুলও আসতে পারে। এর প্রাথমিক কারণটি হল, র্যাপিড অ্যান্ট্রিজেন পরীক্ষায় কেবলমাত্র চিহ্নিত করা হয় ভাইরাসের দেহের প্রোটিন, সম্পূর্ণ ভাইরাস নয়। অ্যান্ট্রিজেন টেস্ট ভাইরাসের স্ট্রেনে প্রোটিনকে সনাক্ত করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আক্রান্ত কিনা, তা জানান দেয়। অপরদিকে, আরটি পিসিআর টেস্ট, ট্রঙ্কু অর্থাতভাইরাসের জেনেটিক উপাদানকে সনাক্ত করে।

১০টি বিশেষ খাবার যা আপনার হার্টের জন্য খুবই উপকারী

ছোট এই অঙ্গটি অসুস্থ হলে পুরো শরীরই যে অচল হয়ে যায়। তাই এই অঙ্গটি ভালো রাখতে বা শক্তিশালী করতে আমাদের নাগালের মধ্যে এমন কিছু খাবার রয়েছে যা অত্যন্ত কার্যকরী।

এমন ১০টি খাবার সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক-

বাদাম

বাদামের মধ্যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট রয়েছে, যা হার্টের জন্যে উপকারী।

পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির এক গবেষণা থেকে জানা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ বারের বেশি যারা বাদাম খান, তাদের করোনারি হৃদরোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা ২৫ থেকে ৩৯ শতাংশ পর্যন্ত কম। নিয়মিত বাদাম খেলে শরীরে উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর মাত্রা বাড়ে। সেই সঙ্গে বাদাম একটি লো-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স সমৃদ্ধ খাবার, যা ডায়াবেটিস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে। সব ধরনের বাদামই ভালো, তবে চীনাবাদাম সহজলভ্য বলে আপনি এটি প্রতিদিন খেতে পারেন।

কমলায় আছে পেকটিন নামে একপ্রকার আঁশ যা কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। আরও আছে পটাসিয়াম, যা ব্লাড প্রেশার কমায়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, হেসপিরিডিন নামের এন্টি-অক্সিডেন্টের উপস্থিতি থাকায় কমলার রস খেয়ে ব্লাড পেশার কমে গেছে।

সামুদ্রিক মাছ

সামুদ্রিক মাছে আছে হার্টের জন্যে উপকারী ওমেগা-৩। রূপচাঁদা, কোরাল, রূপসা, লাক্ষা জাতীয় সামুদ্রিক মাছ বাংলাদেশে পাওয়া যায় সেগুলো খাওয়া যেতে পারে। বিদেশি সামুদ্রিক মাছের মধ্যে টুনা, স্যামন, সারডিন, ম্যাকারেল, হেরিং ইত্যাদি যদি সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে খেতে পারেন।

শিম

শিমে আছে সয়া প্রোটিন, যা রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইড মাত্রাকে কমায়। আধাকাপ শিমে আছে নয় গ্রাম কোলেস্টেরল কমাবার উপযোগী আঁশ।

গাজর

গাজর কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এর মধ্যে যে ধরনের দ্রবণীয় আঁশ পাওয়া যায়, তা কোলেস্টেরল কমিয়ে থাকে।

রসুন রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল হলো এলডিএল, রসুন এই এলডিএলের মাত্রা কমাতে দারুন উপকারী। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা রসুনকে অভিহিত করেছেন প্রাকৃতিক এন্টিবায়োটিক হিসেবে। এছাড়াও রসুন উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে গ্লুকোজের মান নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে এটি ঠাণ্ডাজনিত যে কোনো সমস্যা এবং ফ্লু প্রতিরোধ করে। হৃতপিণ্ডের সুস্থতা ও সার্বিক সুস্বাস্থ্যের জন্যে প্রতিদিন রসুনের একটি কোষ খান।

টক দই চিনি ছাড়া দই অর্থাত টক দই হৃতপিণ্ডের পাশাপাশি পুরো শরীরের জন্যেই অত্যন্ত উপকারী। করোনারি হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন যারা, তাদের জন্যে টক দই বিশেষভাবে উপকারী। টক দই আপনার পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সেই সঙ্গে এটি ত্বকের জন্যেও উপকারী। তাই প্রতিদিন এক কাপ টক দই খাবেন।

মিষ্টি আলু

আলু বেশি খেলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে, সাধারণভাবে এমনটাই মনে করা হয়। কিন্তু মিষ্টি আলু এর ব্যতিক্রম। কারণ মিষ্টি আলু লো-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খাবার। আর মিষ্টি আলুতে আছে দ্রবণীয় আঁশ, ভিটামিন এ এবং লাইসোপেন, যা হার্টের জন্যে উপকারী।

সয়াদুধ

সয়াদুধ বা সয়াপ্রোটিন প্রথম শ্রেণির উদ্ভিদজাত প্রোটিন। এটি গরুর দুধের বিকল্প এবং শতভাগ কোলেস্টেরল মুক্ত। হৃদরোগীরা গরুর দুধের বিকল্প হিসেবে সয়াদুধ/সয়াপ্রোটিন ড্রিংকস প্রতিদিন ২৫০ মিলি খেতে পারেন। বাজার থেকে সয়াবিন কিনে নিয়ে আপনি নিজেই বাড়িতে বসে সয়াদুধ তৈরি করে নিতে পারেন। স্পিরুলিনা স্পিরুলিনা হলো অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক নীলাভ সবুজ সামুদ্রিক শৈবাল, যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জাতিসংঘ স্পিরুলিনাকে একবিংশ শতাব্দীর খাদ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। স্পিরুলিনাতে দুধের চেয়ে ২০ গুণ, ডিমের চেয়ে ছয় গুণ এবং মাছ ও মাংসের চেয়ে তিন গুণ প্রোটিন রয়েছে, যা সম্পূর্ণ কোলেস্টেরলমুক্ত। আরও এতে রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন, মিনারেল, আয়রন, ফলিক এসিড ও এন্টি-অক্সিডেন্ট।

অযোধ্যা নয়, 'ঘরের মাঠ' গোরক্ষপুর থেকেই উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় লড়বেন যোগী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স) : এবারের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বড়সড় চমক। প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার বিজেপির সদর দফতর থেকে ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় দেখা যায় অযোধ্যা নয়, নিজের ঘরের মাঠ গোরক্ষপুর থেকেই নির্বাচনে লড়বেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার প্রথম দুদফার মোট ৯৫ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। সেই তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক যোগীই। এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী হলেও উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সদস্য নন যোগী। তিনি নির্বাচিত হয়েছেন বিধান পরিষদে। এর আগে বার দুই সাংসদ নির্বাচিত হলেও বিধানসভা ভোটে লড়েননি। এই প্রথমবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। আসলে, এবারের ভোটে যোগীর মূল যে তিন প্রতিদ্বন্দ্বী সেই অখিলেশ যাদব, মায়াবতী বা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কেউই নির্বাচনে লড়বেন না। তাই যোগী বিধানসভা ভোটে লড়ে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিতে চান। অযোধ্যার বিজেপি বিধায়ক বেদপ্রকাশ গুপ্ত যোগীর জন্য নিজের আসন খালি করতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত অযোধ্যা নয়, গোরক্ষপুর থেকেই ভোটে দাঁড়াচ্ছেন যোগী। বিধানসভায় না লড়লেও এর আগে বার দুই গোরক্ষপুরেরই লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ হয়েছেন তিনি। তাছাড়া গোরক্ষনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতও তিনিই। স্বাভাবিকভাবেই এই গোরক্ষপুর যোগীর জন্য অপেক্ষাকৃত 'সেফ সিট'। অযোধ্যা বা মথুরায় ভোটে লড়তে গেলে তুলনামূলক লড়াইটা কঠিন হত যোগীর জন্য। শনিবার বিজেপি উত্তরপ্রদেশের প্রথম দফার ৫৮ আসনের মধ্যে ৫৭ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। দ্বিতীয় দফার ৫৫ আসনের মধ্যে ৩৮ আসনের প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী দফাগুলির প্রার্থী পরে ঘোষণা করা হবে।

শেষ ২৪ ঘণ্টায় অসম করোনাক্রান্তের সংখ্যা উদ্বেগজনক নয়া সংক্রমিত ২৩৪৮ জন, মৃত্যু আরও পাঁচজনের

গুয়াহাটি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শেষ ২৪ ঘণ্টায়ও কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা উদ্বেগে রেখেছে অসমবসীকে। ওই সময়কালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন নতুন করে ২,৩৪৮ জন। আক্রান্তের হার ৭.৮০ শতাংশ। কোভিডের নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা কম হওয়ায় আক্রান্তের তথ্যও কম ধরা পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গেছে, শুক্রবার রাত পর্যন্ত ৩০,১০৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ওই পরীক্ষায় ২,৩৪৮ জনকে কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা করা হয়েছিল ৪১,১৬৫ জনের। তাঁদের মধ্যে ৩,২৩৮ জন কোভিড সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া করোনাকে জয় করে বাড়ি ফিরেছেন আরও ৮৬১ জন। সক্রিয় সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫,২৬৭। তাছাড়া ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে আরও পাঁচজনের। নিহতরা কামরূপ মেট্রোর তিন, একজন করে বঙাইগাঁও এবং দরং জেলার বাসিন্দা।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে শেষ ২৪ ঘণ্টার তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে, নতুন আক্রান্তের মধ্যে এখন ও কামরূপ মেট্রো জেলা শীর্ষে অবস্থান করছে। বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে, ওই সময়কালে মেট্রো জেলায় ৮৭০ জন, বাকসায় ১৮, বরপেটায় ৮১, বিশ্বনাথে ৩, বঙাইগাঁওয়ে ৩১, কাছাড়ে ২২২, চড়াইদেওয়ে ১৪, চিরাঙে ২১, দরঙে ১৪, ধেমাজিতে ২১, ধুবড়িতে ৪৯, ডিব্রুগড়ে ১৪৭, ডিমা হাসাও জেলায় ৬৭, গোয়ালপাড়ায় ২৬, গোলাঘাটে ১৪, হাইলাকান্দিতে ৬৯, হোজাইয়ে ৪২, যোরহাটে ১৪০, কামরূপ (গ্রামীণ)-এ ১০৪, কারবি আংলঙে ৪১, করিমগঞ্জে ৩৯, কোকরাঝাড়ে ৪৬, লখিমপুরে ৪২, মাজুলিতে ৭, মরিগাঁওয়ে ১৪, নগাঁওয়ে ৪২, নলবাড়িতে ২৬, শিবসাগরে ১৬, শোণিতপুরে ৩৯, তিনসুকিয়ায় ৫৮, ওদালগুড়িতে ১২ এবং পশ্চিম কারবি আংলং জেলায় ৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, প্রথম থেকে এবারের তৃতীয় ঢেউয়ে রাজ্যে কোভিড-মুক্ত হয়েছেন সর্বমোট ৬,১৭,৮২৫ জন, শতাংশের হার ৯৬.৪৪। এছাড়া কোভিডে মৃত্যু হয়েছে সর্বমোট ৬,১৯৭ জনের, শতাংশের হার ০.৯৭। নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সর্বমোট ২,৭১,১৪,৪৫৯ জনের। সক্রিয় সংক্রমিত মোট ৬,৪০,৪৫৯ জন। আজ শনিবারের সর্বশেষ তথ্য এই খবর লেখা পর্যন্ত প্রকাশ করেনি স্বাস্থ্য দফতর।

দেশের উদ্ভাবকরা বিশ্বব্যাপী ভারতকে গর্বিত করছেন : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): দেশের উদ্ভাবকরা বিশ্বব্যাপী ভারতকে গর্বিত করছেন। স্টার্ট-আপগুলিই নতুন ভারতের মেরুদণ্ড হতে চলেছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার বিভিন্ন স্টার্ট-আপের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আলাপচারিতায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '১৬ জানুয়ারি দিনটি জাতীয় স্টার্ট-আপ দিবস হিসেবে পালিত হবে। স্টার্ট-আপগুলি নতুন ভারতের মেরুদণ্ড হতে চলেছে। ভারত যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে, তখন স্টার্ট-আপগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। দেশের উদ্ভাবকরা বিশ্বব্যাপী দেশকে গর্বিত করছেন।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এই দশককে ভারতের "টেকডে" বলা হচ্ছে...উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা এবং স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে উদ্যোক্তা, সরকারি প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের প্রচেষ্টা হল উদ্ভাবনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া, শৈশব থেকেই দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভাবনের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করা। বর্তমানে ৯ হাজারেরও বেশি অটল টিঙ্কারিং ল্যাব শিশুদের স্কুলে উদ্ভাবন করার, নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করার সুযোগ প্রদান করছে। যুবসমাজের সক্ষমতা ও সৃজনশীলতার ওপর বিশ্বাসই যে কোনও দেশের উন্নয়নের ভিত্তি। ভারত নিজের যুব প্রজন্মকে বিশ্বাস করে এবং সেই লক্ষ্যে সঙ্গতি রেখে নীতি তৈরি করছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'উদ্ভাবন নিয়ে ভারতে যে অভিযান চলছে, তার প্রভাবেই বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে ভারতের র‍্যাঙ্কিংও অনেক উন্নত হয়েছে। ২০১৫ সালে ভারত এই র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮১ নম্বরে ছিল। এখন ভারত উদ্ভাবন সূচকে ৪৬ নম্বরে রয়েছে।' মোদীর সংযোজন, 'ভারতের স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম ক্রমাগত নিজেকে আবিষ্কার ও উন্নতি করছে। ভারতের স্টার্ট-আপগুলি এখন ৫৫টি বিভিন্ন শিল্পে কাজ করছে। পাঁচ বছর আগে, ভারতে ৫০০টি স্টার্ট-আপও ছিল না! এখন সেই সংখ্যা ৬০ হাজার ছাড়িয়েছে।' তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান, 'আমি তরুণদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, নিজেদের স্বপ্নকে বৈশ্বিক করুন, শুধুমাত্র স্থানীয় নয়। আসুন আমরা ভারতের জন্য উদ্ভাবন করি, ভারত থেকে উদ্ভাবন করি।'

আগরতলায় প্রশাসনের উদ্যোগে মাস্ক এনফোর্সমেন্ট অভিযান চালানো হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

গোরক্ষপুরের প্রার্থী হয়ে খুশি যোগী, কটাক্ষ ও খোঁচা অখিলেশের

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): আসন্ন উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে গোরক্ষপুর থেকে প্রার্থী হয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ, গোরক্ষপুর থেকে তাঁকে প্রার্থী করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। গোরক্ষপুরের প্রার্থী হয়ে খুশিই যোগী আদিত্যনাথ। তবে, পাল্টা কটাক্ষও শুনতে হয়েছে তাঁকে। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেছেন, ভালই হল, ভোটের আগেই তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল বিজেপি, বাকিটা জনগণই করবেন।

গোরক্ষপুরের প্রার্থী হিসেবে শনিবার যোগী আদিত্যনাথের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপরই তিনি জানান, 'গোরক্ষপুর থেকে আমাকে প্রার্থী করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় কমিটির প্রতি কৃতজ্ঞ। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ মডেলে কাজ করে বিজেপি। বিজেপি পুন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উত্তর প্রদেশে সরকার গঠন করবে।' যোগীকে খোঁচা দিয়ে অখিলেশ বলেছেন, 'আমি বিজেপির কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা তাঁকে (নির্বাচনের আগে) বাড়িতে পাঠিয়েছে... অযোধ্যা, প্রয়াগরাজ থেকে যোগী আদিত্যনাথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল... এবং তারপরে এমনটা হল।'

অমৃতসর পূর্ব থেকে লড়বেন সিধু, পঞ্জাবে ৮৬টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের

চন্ডীগড়, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৮৬টি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল কংগ্রেস। পঞ্জাবের ১১৭টি আসনের মধ্যে প্রথম দফায় ৮৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি এবং পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু ছাড়া তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সুখজেন্দ্র সিং রণধাওয়া ও ওমপ্রকাশ সোনি এবং বলিউড অভিনেতা সোনু সুদের বোন মালবিকা।

আসন্ন পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে অমৃতসর পূর্ব আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু, চামকাউর সাহিব (এসসি) আসন থেকে লড়বেন মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। ঘোষিত ৮৬টি আসনের মধ্যে রয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রতাপ সিং বাজওয়াও, তিনি লড়বেন কাদিয়ান থেকে।

গায়ক সিধু মুসেওয়ালা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মানসা থেকে, অভিনেতা সোনু সুদের বোন মালবিকা লড়বেন মোগা থেকে। এছাড়াও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওম প্রকাশ সোনি লড়বেন অমৃতসর সেন্ট্রাল আসন থেকে। উল্লেখ্য, পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি।

২০২২ সাল আশার বছর, পরিবর্তন ঘটবেই, প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে বললেন মায়াবতী

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি (হি.স) : এবারে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে চতুর্মুখী লড়াইয়ে। আর দখল যে খুব একটা সহজ হবে না, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। তবে হাল ছাড়তে নারাজ তিনি। শনিবার নিজের জন্মদিনে প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে বলেন, অন্য দলগুলি যতই চেষ্টা করুক লাভ হবে না। বিএসপিই উত্তরপ্রদেশের মসনদে বসবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে ৫৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন মায়াবতী। বিএসপি সুপ্রিমো বলেন, আমরা ৫৮টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৫৩টি আসনে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করেছি। বাকি ৫টি আসনেও প্রার্থীদের নাম দু-একদিনের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে। সব দল জোট করে আমাদের ক্ষমতায় আসা থেকে বাধা দিতে চাইছে। কিন্তু জনগণ আমাদের আবার ক্ষমতায় আনবে। এবার ক্ষমতায় এসে আমরা সকলের কল্যাণে কাজ করব। আম-আদমির স্বার্থে কাজ করবে বহুজন সমাজ পার্টি। '২০২২ সাল আশার বছর, পরিবর্তন ঘটবেই বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এর আগে বৃহস্পতিবার ১২৫ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে কংগ্রেস। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৫০ জন মহিলা প্রার্থীর নাম রয়েছে। ৪০ শতাংশ যুবনেতা-নেত্রীকেও টিকিট দিয়েছে কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৩১২টি আসনে জয়লাভ করেছিল বিজেপি। প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট নিজের দখলে রেখেছিল গেরুয়া শিবির। সমাজবাদী পার্টি ৪৭টি আসনে জয়লাভ করে। মায়াবতী বিএসপির দখলে ছিল মাত্র ১৯টি আসন। সেবার কংগ্রেস মাত্র ৭টি আসন পায়।

২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠান

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সাধারণতন্ত্রের উদযাপন নিয়ে নয়া সিদ্ধান্তের পথে কেন্দ্র। ২৪ জানুয়ারির পরিবর্তে এবার থেকে ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন থেকেই শুরু হবে সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন। এর আগে নরেন্দ্র মোদী সরকার সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনটিকে পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন শুরু করে।

জানা গিয়েছে, বিশ্বের সামনে ভারতের সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি ও দেশের রত্নখচিত ইতিহাসকে তুলে ধরতে সাধারণতন্ত্রের মত দেশের বিশেষ দিনগুলি উদযাপনে জোর দিচ্ছে মোদী সরকার। কেন্দ্র সারা দেশে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে যুক্ত সাইটগুলিকে প্রচার করার পরিকল্পনা তৈরি করেছে ।সেই মতোই এবছর ২৩ জানুয়ারি থেকেই প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান শুরুর পরিকল্পনা। এতদিন ২৪ জানুয়ারি রাত থেকে শুরু হত সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গত, এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজির জন্মজয়ন্তীকে পালন করে পরাক্রম দিবস নামে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ইসরো-র চেয়ারম্যানের পদের দায়িত্বে এস সোমনাথ, কার্যকাল ৩ বছরের জন্য

বেঙ্গালুরু, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র নতুন চেয়ারম্যান পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন দেশের প্রথম সারির রকেটবিজ্ঞানী এস সোমনাথ। ইসরো-র 'চন্দ্রযান-২' অভিযানের রকেট উৎক্ষেপণ প্রকল্পের নেতৃত্ব দেওয়া সোমনাথকে কেন্দ্রীয় মহাকাশবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব ও দেশের মহাকাশ কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হয়েছে তিন বছরের জন্য। ইসরো-র পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, ১৪ জানুয়ারি, শুক্রবার কেন্দ্রীয় মহাকাশবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব ও দেশের মহাকাশ কমিশনের চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব নিয়েছেন এস সোমনাথ। কে শিবনের স্থলাভিষিক্ত হলেন ২০১৮-র জানুয়ারি থেকে ইসরো-র 'বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (ভিএসএসসি)'-এর অধিকর্তা এস সোমনাথ। ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট জিএসএলভি-মার্ক-৩ এবং তার আগের প্রজন্মের রকেট পোলার লঞ্চ স্যাটেলাইট ভেহিকল্‌স (পিএসলএলভি) তৈরির অন্যতম কাণ্ডারি সোমনাথের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে ইসরো-র বিভিন্ন মহাকাশ অভিযানে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছোট ছোট উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানোর ক্ষেত্রে পিএসএলভি এই মুহূর্তে অন্যতম সেরা হাতিয়ার।

প্রথম দু"দফার জন্য ১০৭ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ উত্তর প্রদেশে ৬৩ বিধায়ককে টিকিট বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রথম দফার ৫৮টি আসনের মধ্যে ৫৭টি আসন ও দ্বিতীয় দফার ৫৫টি আসনের মধ্যে ৩৮টি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। ১০৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৩ জন বর্তমান বিধায়ককে টিকিট দিয়েছে বিজেপি, টিকিট পাননি ২০ জন। শনিবার দুপুরের বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান ও বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং। এই সাংবাদিক সম্মেলনেই উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দু"দফার জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়।

আসন্ন উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে গোরক্ষপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রয়াগরাজ জেলার সিরাথু আসন থেকে।

উত্তর প্রদেশ নির্বাচনে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'আমরা প্রথম দফার ৫৮টি আসনের মধ্যে ৫৭টি আসন ও দ্বিতীয় দফার ৫৫টি আসনের মধ্যে ৩৮টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করছি।' গোরক্ষপুরের পাঁচবারের প্রাক্তন সাংসদ হলেন যোগী আদিত্যনাথ, বর্তমানে তিনি রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য। নয়ডা থেকে লড়বেন পঙ্কজ সিং, মথুরা থেকে লড়বেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীকান্ত শর্মা। উত্তর প্রদেশে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে সাত দফায় ভোট। প্রথম দফায় ১১টি জেলার ৫৮টি আসনে ভোট হবে ১০ ফেব্রুয়ারি।

দিল্লিতে জুতার কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স) : শনিবার রাজধানীর নরেলা শিল্প এলাকায় একটি জুতা তৈরির কারখানায় একটি বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দমকল বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে নটায় শ্রীরাম ধরম কান্তার কাছে প্লট নং -এ১৭১ কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাহিনীর ৫টি ইঞ্জিন। প্রায় ঘন্টাখানেক চেষ্টার পর আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। যদিও এই ঘটনায় কোনো হতাহত বা আহত হয়নি, তবে সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিত জানা যায়নি। এনিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আরও কিছু দিন আইসিইউ-তেই লতা মঙ্গেশকর, সুস্থতা কামনায় প্রার্থনা

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): আপাতত আইসিইউ-তেই থাকতে হবে কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকরকে। ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছেন বর্ষীয়ান গায়িকার। কোভিডের সঙ্গেই তাঁর নিউমোনিয়ার চিকিৎসা চলছে। এখনও পর্যন্ত আলাদা করে অক্সিজেন দিতে হয়নি সুর সম্রাজ্ঞীকে। শনিবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসক (যিনি লতা মঙ্গেশকরের চিকিৎসা করছেন) ডাঃ প্রতীত সামদানি জানিয়েছেন, 'লতা মঙ্গেশকর এখনও আইসিইউ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে সব সময় নজর রাখা হচ্ছে। এখন বেশ কিছু দিন উনি আইসিইউ-তেই থাকবেন।'' গত মঙ্গলবারই জানা যায়, করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পরই লতা মঙ্গেশকরকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। কোভিডের মৃদু উপসর্গ ছিল তাঁর শরীরে। তবে তিনি ভালোই আছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই তাঁকে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে। কোভিড ছাড়াও নিউমোনিয়ায় অসুস্থ তিনি। উভয় চিকিৎসায় এখন চলছে, লতা মঙ্গেশকরের সুস্থতা কামনায় দেশজুড়ে প্রার্থনা করছেন তাঁর অনুরাগী, ভক্তরা।

নাম না করে অখিলেশ যাদবকে পাল্টা আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.):: এবার অখিলেশ যাদবকে পাল্টা আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ।শনিবার অখিলেশ যাদবের নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে একটি টুইট করে বলা হয়েছে , ১০ মার্চ যোগী আদিত্যনাথ আবার সরকার গঠন করবেন। টুইটে অখিলেশ যাদবের নাম না নিয়ে বলা হয়েছে, "শুনুন বাবুয়া, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি মহারাজের জন্য পুরো রাজ্যটাই তাঁর বাড়ি। তিনি ২৫ কোটি মানুষকে তাঁর পরিবার বলে মনে করেন। আর আগামী ১০ মার্চ তাঁকে আবারও অভিভাবক হিসেবে আনতে চলেছে এই মানুষরা। 'বাবুয়া' তোমার কি হবে? তুমি না ঘরের, না ঘাটের।"

যোগী আদিত্যনাথের দফতরের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে করা ওই টুইটে সরাসরি কারও নামের উল্লেখ করা হয়নি। তবে ওই তির্যক আক্রমণ যে কাকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে, তা বুঝতে বাকি নেই রাজনীতির কারবারিদের।

উল্লেখ্য, যোগীর দফতর থেকে এই টুইটটি আসলে অখিলেশ যাদবের বক্তব্যের পাল্টা আক্রমণ বলেই মনে করা হচ্ছে। অখিলেশ যাদব গোরখপুর থেকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে টিকিট বিলির বিষয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন। এদিকে শনিবারও বিজেপির তরফে উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে। ওই তালিকায় বিজেপি ১০৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেছে। ওই ১০৭ জনের তালিকায় রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্যের বিধানসভা কেন্দ্রের নামও। যোগী আদিত্যনাথ লড়বেন গোরখপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে, আর কেশব মৌর্যকে সিরাথু থেকে পদ্মের টিকিট দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির তরফে যোগীর জন্য গোরখপুর কেন্দ্রের টিকিট ঘোষণার পরেই, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব তাঁকে কটাক্ষ করেছেন। অখিলেশ টুইট করে যোগীকে আক্রমণ শানিয়ে বলেছিলেন, "কখনও মথুরা বলেছেন কখনও বলেছেন অযোধ্যা আর এখন তারা বলছেন গোরখপুর আমজনতা বাড়ি পাঠানোর আগে তাদের নিজেদের দলই তাদের বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে আসলে তাঁরা টিকিট পাননি, তাঁদের ফেরার টিকিট কাটা হয়েছে।" —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

দশ বছরের বিধায়ক কার্যকালের শ্বেতপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করুন কমলাক্ষ, খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ শিলচরের সাংসদ রাজদীপের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বিজেপি পরিচালিত বিদায়ী পুরবোর্ডের আমলে ব্যাপক দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে বলে যিনি বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে গলা ফাটাচ্ছেন, সাহস থাকলে তাঁর দশ বছরের বিধায়ক কার্যকালের সকল কাজকর্মের শ্বেতপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেখান। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে তাঁর গৃহকেন্দ্র করিমগঞ্জে এসে এভাবেই খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানালেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়।

করিমগঞ্জ সহ বদরপুর এবং রামকৃষ্ণনগর পুরসভা বিজেপির দখলে যাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে, জেলার তিনটি পুরসভা এলাকার নাগরিকগণ বিজেপির পক্ষেই নিজেদের সমর্থন জানাবেন। দুদিনের করিমগঞ্জ জেলা সফরে এসে এই বার্তা দিয়ে গেলেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়। করিমগঞ্জে দলের জেলা সদর দফতর শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজদীপ দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, বদরপুর এবং রামকৃষ্ণনগর টাউন কমিটিকে পুরসভায় উন্নীত করা হয়েছে। উভয় স্থানে প্রথমবারের মতো পুরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলছে। আর করিমগঞ্জের সঙ্গে এই দুটি পুরসভাও বিজেপি দখল করবে বলে একশো শতাংশ আশা প্রকাশ করেন সাংসদ রাজদীপ।

ডা. রাজদীপ বলেন, করিমগঞ্জ পুরসভা এলাকার নাগরিকগণ বিজেপি দলের সুখে-দুখে দীর্ঘদিন থেকে সাথে রয়েছেন। গত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে শহরবাসী বিজেপি প্রার্থীদের উজার করে ভোট দিয়েছিলেন। পুরসভা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থীর চেয়ে ১২ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছিলেন। এবারের পুরসভা নির্বাচনেও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ধারা অব্যাহত রাখতে শহরবাসী বিজেপির হাতে পুরসভার দায়িত্ব তুলে দেবেন বলে আশা প্রকাশ করেন সাংসদ।

দলের বরিষ্ঠ নেতা তথা রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ মিশনরঞ্জন দাস এবং জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি ডা. মানস দাসের হাতে করিমগঞ্জ পুরসভা নির্বাচনে দলীয় রণকৌশল স্থির করার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাংসদ রাজদীপ। বিজেপি পরিচালিত করিমগঞ্জ পুরসভায় ব্যাপক দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিন সদস্যের উচ্চস্তরীয় এক কমিটি তদন্ত করতে খুব শীঘ্রই করিমগঞ্জে আসছে। এ প্রসঙ্গে সাংসদ রাজদীপ বলেন, পুরসভায় সংগঠিত দুর্নীতির তদন্ত হোক। এটা বিজেপিও চায়। তবে বিজেপি পরিচালিত দেড় বছরের নয়। সম্পূর্ণ পাঁচ বছরের তদন্ত হোক। তবেই সবকিছু আয়নার মতো পরিষ্কার হবে। সেই সঙ্গে কমলাক্ষকে তাঁর দশ বছরের বিধায়ক কার্যকালের কাজকর্মের শ্বেতপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করতে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানান সাংসদ রাজদীপ। বদরপুরে আগে চারটি ওয়ার্ড নিয়ে টাউন কমিটি ছিল। এবার বদরপুরে টাউন কমিটির বদলে পুরসভার নির্বাচন হবে। পুর এলাকাকে ১১টি ওয়ার্ডে উন্নীত করা হয়েছে। আর এই ১১টি ওয়ার্ডে গত বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য প্রায় ৫২ হাজার ভোট পেয়েছিলেন। ভোট শেয়ারের হিসাবে বিজেপি বদরপুর পুরসভা দখল করবে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন রাজদীপ। দলের প্রবীণ নেতা তথা টিভি প্যানেলিস্ট বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য এবং জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দাসের হাতে বদরপুর পুরসভা নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

রামকৃষ্ণনগর বিজেপির সব থেকে নিরাপদ গড়। বিধায়ক বিজয় মালাকার এবং প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি হিমাংশু দে রামকৃষ্ণনগর পুরসভা নির্বাচনে দলের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের সমীক্ষা করবেন বলেও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে জানান সাংসদ রাজদীপ। স্থানীয় সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার হাতকে আরও শক্তিশালী করতে জেলার তিনটি পুর এলাকার সচেতন নাগরিককুল বিজেপিকেই প্রথম পছন্দ হিসাবে বেছে নেবেন বলে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন তিনি।

প্রসঙ্গক্রমে সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন নিয়ে বলেন, করিমগঞ্জ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হবেই। এতে কোনও দ্বিমত নেই। বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে যতই মুখরোচক আলোচনা করুন না-কেন, এতে কিছুই যায় আসে না। করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে বিজেপি সরকার বদ্ধপরিকর। এবং তা বাস্তবায়িত হবেই। রাজ্যের জনগণ কংগ্রেস দলকে বরাক-ব্রহ্মপুত্রে বিসর্জন দিয়ে বিজেপিকে পর পর দুবার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তাই কংগ্রেস এবং এই দলের নেতাদের কাছে রাজ্যের জনগণের আর কোনও চাওয়া-পাওয়ার আশা নেই। বিজেপি যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল, তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করে চলছে। সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে করিমগঞ্জ, বদরপুর এবং রামকৃষ্ণনগর পুরসভা নির্বাচনেও বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বলে সাংবাদিক বৈঠকে জোরের সঙ্গে দাবি করেছেদেন শিলচরের সাংসদ ডা. রায়।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, বিধায়ক বিজয় মালাকার, রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ মিশনরঞ্জন দাস, জেলা বিজেপির উপ-সভাপতি ডা. মানস দাস, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, শিপ্রা গুণ, প্রাক্তন পুরনেত্রী অঞ্জনা রায়, শান্তা চৌধুরী, পাপলু দেব প্রমুখ। উল্লেখ্য এদিন উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তিনটি মণ্ডল কমিটির সঙ্গে পৃথক পৃথক সাংগঠনিক বৈঠকে মিলিত হন সাংসদ রাজদীপ রায়।

আগরতলায় এমবিবি বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবনে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ছবি নিজস্ব।

সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই বাড়ছে আমেরিকায়, সুস্থতার সংখ্যাও কম নয়

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): দৈনিক কোভিড-সংক্রমণে ফের নতুন রেকর্ড গড়ল আমেরিকা। আমেরিকায় ফের ৮ হাজারের গন্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, একদিনে মৃত্যুর সংখ্যাও দুই হাজারের বেশি। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ লক্ষ ০৫ হাজার ৬২০ জন, নতুন করে ৮.০৫-লক্ষাধিক মানুষ সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৬৬,১৬২,৭৫৯ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। শেষ ৩ দিন আমেরিকায় গড়ে ৮ লক্ষের বেশি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

শেষ ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ২,১৪০ জনের, নতুন করে ২,১৪০ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৫৯৭ জনের। সুস্থতার সংখ্যা কম নয় মার্কিন মুলুকে, আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৩,০১৯,৯২৪ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২২,২৭১,২৩৮-এ পৌঁছেছে।

অল্পেতে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। অল্পেতে রক্ষা পেল একটি যাত্রীবাহী গাড়ি। গাড়িটি তীর্থমুখ থেকে মন্দিরঘাট যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। পথে নোনাছড়া এলাকায় আচমকা বিপত্তি দেখা দেয়। ফলে যাত্রীবাহী গাড়িটি এক সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

জানা গেছে, বেহাল রাস্তার কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলে। বিপদ বুঝে তড়িঘড়ি যাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে যেতে শুরু করেন। গাড়িটিকেও নিয়ন্ত্রনে আনেন তারা। জানা গেছে, গাড়ির চালক সহ সকল যাত্রী সুরক্ষিত আছেন। কারও শরীরে আঘাত লাগেনি। এক্ষেত্রে গাড়িচালকের বুদ্ধিমত্তা এবং ছাত্রদের সহযোগিতার কারণেই তারা বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফুল চাষে স্বাবলম্বী কল্যাণপুরের শংকর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর , ১৩ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলার মধ্যে বিভিন্ন রকম ফুল চাষ করে তাক লাগিয়ে দিল কল্যানপুর বাজার কলোনী গ্রামের যুবক শংকর শীল। বয়স ৩২ ।সে বিগত পাঁচ বছর ধরেই কল্যাণপুর কুঞ্জবন গ্রামের বাসিন্দা মাখন দাসের দুইখানি জমিতে রকমারি ঊ ফুল চাষ করে আসছে। সে মাখন দাস এর কাছ থেকে লীজে নিয়েছে এই জমি তার ব্যবসার শুরুতে আগরতলা থেকে ফুল এনে কল্যাণপুরের

বিভিন্ন বিয়ে বাড়ি বা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সে সাজিয়ে তুলতে এবং ব্যবসা করতো কিন্তু সে যেতে দেখল তার অনেকটাই কম পরিশ্রম বেশী। তখন সে মনস্থ করল যে আর আগরতলা থেকে ফুল আনবে না কিনা নিজেই চাষাবাদ করবে। এরপর থেকেই তার এই চাষাবাদ শুরু হলো। বর্তমানে তার ফুলবাগানে রয়েছে কাশি গেন্ধা মালা গেন্দা চেরি গেন্দা ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকা এক্স তার ফুল। বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী এবং কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সোমেন গোপ এবং কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস দেবরায় এর যৌথ সহযোগিতায় ত্রিপুরা হটিকালচার দপ্তর থেকে পাঁচ লাখ টাকা প্রদান করা হয় গ্রীনহাউজ করার জন্য এই গ্রিন হাউসে জারবেরা ফুলের চাষ আবাদ করেছে আর দুই তিন মাসের মধ্যেই জারবেরা ফুল ফুটে উঠবে।

যা মানুষকে সহসাই তাক লাগাবে এবং সহসাই মন জয় করবে তার এই ফুলবাগান কল্যাণপুর মোটর স্ট্যান্ড থেকে বাজার কলোনির রোড ধরে প্রায় আধ কিলোমিটার গেলে রাস্তার বাদিকে তার এই ফুল এর বাগান মনোরম ফুলবাগান যা সবার নজর কাড়বে সহসাই ।খোয়াই জেলার বিভিন্ন আধিকারিক এবং রাজ্যের হটিকালচার এবং কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক রা তারই বাগান পরিদর্শন করে গেছেন। এ বছর বিভিন্ন রকমারি গেন্দা ফুলের চাষ করতে গিয়ে প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং ভাল ফুল ফুটলে লাভ হবে অধিক সংসার চলছে বর্তমানে ফুল চাষ করে তার রয়েছে বিপিএল কার্ড সহায়তা করছেন প্রতিদিনতার বাগান চাষ করতে প্রতিদিন তার মা নিভা রানী শীল সহায়তা করছেন বলে সে জানায়। তার বাবার নাম শৈলেশ শীল।

সবমিলিয়ে জানায় খুব ভালো আছে তবে সরকারের সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার বিধায়ক সহএবং অন্যান্য আধিকারিকদের সে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। সে প্রতিদিন স্বপ্ন দেখতো যে তার এই ফুলের বাগান করতে গিয়ে যদি কোনো সরকারি সাহায্য পায় তবে তার ব্যবসা আরো দ্বিগুন হবে সেটাই হলো বা তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিল এলাকার বিধায়ক চেয়ারপারসন প্রধান।খুশি হাউজ তৈরি করে দেওয়ার জন্য।

তার ব্যবসা এখন দ্বিগুণ হবে পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে গ্রীনহাউজ এখন শুধু ফুল আসার অপেক্ষায় এবং বাজারে তোলার অপেক্ষায় আছে সেই যুবক। সব মিলিয়ে অদম্য ইচ্ছা এবং একাগ্রতা এবং কাজ করার মানসিকতা যদি কেউ এর ভিতর থাকে তাহলে সে এমন বাগান করে দেখাতে পারে সেটাই করে দেখালো কল্যানপুর বাজার কলোনী গ্রামের যুবক শংকর শীল। ফি বছর তার এই বাগানের খবর বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে দেখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাকে আগরতলায় ডেকে নিয়ে ছিল সরকারি সহায়তা করার জন্য।

লাগামহীন সংক্রমণ বাড়ছেই ৪০২ বৃদ্ধিতে ভারতে কোভিডে মৃত্যু ৪.৮৫-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার লাগামহীন সংক্রমণ বেড়েই চলেছে ভারতে, এবার ২.৬৮-লক্ষের গন্ডি ছাড়িয়ে গেল ভারতের দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৩৩ জন, আগের দিনের তুলনায় ৪ হাজার ৬৩১ বেশি। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৪০২ জন রোগীর, মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১৬.৬৬ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১,৪১,৭৮,২০-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,৪৫,৭৪৭ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ৩.৮৫ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৫৮ লক্ষ ০২ হাজার ৯৭৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৫৬,০২,৫১,১১৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬,০৪১-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪০২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮৫,৭৫২ জন (১.৩২ শতাংশ)। শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,২২,৬৮৪ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৯,৪৭,৩৯০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৪.৮৩ শতাংশ। নতুন করে ২,৬৮,৮৩৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬৮,৫০,৯৬২ জন।

শান্তিরবাজারে দূর্ঘটনায় এম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ জানুয়ারি।। ঘটনার বিবরণে জানাযায় শনিবার শান্তিরবাজার শহরের রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় একটি এম্বুলেন্স গাড়ীর সঙ্গে একটি অটোর সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় অটোটি ঘটনাস্থলথেকে পালিয়েযায়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এম্বুলেন্সটি জাতীয় সড়কের মাঝে বিকলহয়েপরে।

এম্বুলেন্স গাড়ীটির পিছনের চাক্কা নষ্টহয়েযায়। জানাযায় এম্বুলেন্সটি কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রথেকে কোভিড পজেটিভ এক গর্ভবতী মহিলাকেনিয়ে আগরতলার উদ্দ্যেযাচ্ছিলো। এম্বুলেন্স নষ্টহয়েযাওয়ায় এম্বুলেন্স চালক চারিদিকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু পজেটিভ রুগি হোওয়াতে এগিয়ে আসলোনাকেউ। দুর্ঘটনার খবরপেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় দমকলবাহিনীর কর্মীরা ও আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা। সকলে উপস্থিতহলেও মুমুর্ষু রুগিনিকে সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসলোনা।

রুগির সাহার্যাথে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে ফোনকরাহলে জানাযায় জেলা হাসাপাতালের ১০২ নাম্বারের এম্বুলেন্স বিকলহয়েরেয়েছে। এই অসহায় অবস্থায় জাতীয় সড়কের মাঝে রুগি ও এম্বুলেন্স চালক প্রায় ২০ মিনিট নাগাদ অসহায় অবস্থায় দারিয়ে রয়েছে। অবশেষে এম্বুলেন্স চালক দিলীপ কুমার ত্রিপুরা পি পি কিটস পরিধানকরা অবস্থায় গাড়ী সারাইকরতে শুরুকরে।

দিলীপকুমার ত্রিপুরার এই অবস্থাদেখে স্থানীয় দুই যুবক সাহায্যের হাতবাড়িয়েদিলো। কিছু সময়ের মধ্যে দুই যুবকের সহযোগীতায় এম্বুলেন্সের চাক্কা পাল্টিয়ে এম্বুলেন্স চালক গন্তব্যস্থলের উদ্দ্যোশ্যে রোওনা দিলো। অপরদিকে একইদিনে দক্ষিন জোলাইবাড়ী এলাকায় টি আর ০৮ বি ৭৮১৬ নাম্বারের পালসার বাইক জাতীয় সড়কে নিয়ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলেপরে। এতেকরে বাইক চালক সূর্যবাড়ীর বাসিন্দা জয়ন্ত কুমার ত্রিপুরা (২৮) গুরুতর আহত হয়। দুর্ঘটনার পরবর্তীসময় আহত যুবককে দমকলবাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলথেকে উদ্ধারকরে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েযায়। সেখানথেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনকদেখে শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতলে স্থানান্তিরত করে।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের নতুন ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। পুলিসের ক্রাইম ব্রাঞ্চের নতুন ভবনের উদ্বোধন হল শনিবার। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদবের হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ ভবনের। পুরাতন মহাকরণ ভবনে ক্রাইম ব্রাঞ্চ নতুন ঠিকানা পেয়েছে। সমস্ত আধুনিক সুবিধাযুক্ত ওই ভবনে ক্রাইম ব্রাঞ্চের ৪টি শাখা কাজ করবে বলে জানান মহানির্দেশক ভিএস যাদব।

শাখাগুলি হল, সিরিয়াস ক্রাইম, ইকোনোমিক ক্রাইম, এন্টি নারকোটিক্স এবং সাইবার ক্রাইম। সারাদেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্য যেভাবে সাইবারক্রাইম বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এ ধরনের একটি তদন্তকারী সংস্থার যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ভবনের উদ্বোধন হওয়ায় এখান থেকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে তদন্তের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তার পরিবারের লোকজন। অবিলম্বে নিখোঁজ যুবকের খুঁজে বের করার জন্য পরিবারের তরফ থেকে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানানো হয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

পাওয়া গেছে। তাই, সমগ্র বিষয় সবিস্তারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি জানান, ওই যুবকের অভিভাবকদের দাবি, তাঁদের সন্তান মানসিকভাবে অসুস্থ। তাঁদের দাবির সত্যটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ, বলেন মুকুলেন্দু বাবু।

শনিবার শান্তিরবাজারে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় অ্যাম্বুলেন্স। ছবি নিজস্ব।

করোনার থাবা

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত না ঘটুক সেদিকে খেয়াল রাখবে শিক্ষা দফতর। তাই, একটু খেল-একটু পড় প্রোগ্রাম পুণরায় চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সাথে শিক্ষা দফতরের বন্দে ত্রিপুরা চ্যানেলেও প্রথম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনে এসসিইআরটি বিশেষ খেয়াল রাখবে।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় স্কুল ও কলেজের সমস্ত ছাত্রাবাস এখন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্ত, শিক্ষক-শিক্ষিকা কিংবা ছাত্রছাত্রী করনাক্রান্ত হলে অথবা শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে তাঁদের জন্য ছাত্রাবাসে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয় এবং কলেজে যেখানে সম্ভব অনলাইনে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হবে। এদিন তিনি সাফ জানিয়েছেন, কলেজগুলির ক্ষেত্রে পূর্বের আদেশের সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে। সাথে ছাত্রাবাস ও অনলাইনে পঠন-পাঠন নিয়ে নতুন আদেশ জারি করা হয়েছে। কলেজগুলির ক্ষেত্রেও আগামী ২৯ জানুয়ারি পুণরায় পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তাঁর দাবি, করোনার প্রকোপে ছাত্রছাত্রীদের ইতিমধ্যে প্রচুর লোকসান হয়েছে। কারণ, বিদ্যালয় বন্ধ থাকলে পঠন-পাঠনে ব্যাঘাত ঘটা খুবই স্বাভাবিক। তাই, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উভয়দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সমস্ত সরকারী, সরকার অনুদানপ্রাপ্ত, বেসরকারী এবং মাদ্রাসা স্কুলগুলির জন্য ওই আদেশ কার্যকর হবে। তেমনি, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সমস্ত কলেজ ও বেসরকারী কলেজগুলির ক্ষেত্রে ওই উচ্চ শিক্ষা দফতরের জারি করা আদেশ কার্যকর হবে।

চলাচল

● প্রথম পাতার পর

বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার আজ অবসান হয়েছে। এমবিবি বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল দিয়ে যাত্রী পরিসেবা শুরু করেছে। এই অনুভূতি আজ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আজকের দিনটির সাক্ষী থাকার জন্য তিনি সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাথে তিনি বলেন, আজকেই আগরতলা থেকে নতুন টার্মিনাল দিয়ে প্রথম বিমানের যাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

এদিন তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, অতীতে রেগার এবং সামাজিক ভাতায় আবদ্ধ ছিলাম আমরা। এখন আন্তর্জাতিক উড়ান শুরু হওয়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। তাঁর কথায়, এই নতুন টার্মিনাল দিয়ে একসাথে ১২০০ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। তেমনি, ৫০০০ যাত্রী ধারণ ক্ষমতা রয়েছে এই টার্মিনালের। সাথে তিনি যোগ করেন, টার্মিনাল ভবনটির পরিসর আরও বৃদ্ধি করার জন্য অর্থের যোগান হচ্ছে।

তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই আগরতলা থেকে আন্তর্জাতিক উড়ান শুরু হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আগরতলা ভায়া গুয়াহাটি থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং ব্যাঙ্ককে বিমান পরিসেবা খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরায় হীরা দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্ত, ইতিমধ্যেই হীরা প্লাস দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা আগেই করে ফেলেছিলেন, যা সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন হয়েছে। কারণ, তিনি কথা কম বলে কাজ বেশি করার পরামর্শ দেন।

এদিকে, আজ এমবিবি বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনালে নেমে কলকাতার দুই বাসিন্দা ভীষণ আশ্চর্য্য হয়েছেন। কারণ, ত্রিপুরায় এত উন্নতমানের টার্মিনাল নির্মাণ সম্ভব, তা তাঁরা ভাবতেই অবাক হচ্ছেন। জনৈক যাত্রী বলেন, ত্রিপুরায় এমবিবি বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনটি ভীষণ সুন্দর হয়েছে। অনেক বড় শহরের টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ শৈলীর নৈপুন্যকে টেক্কা দেওয়ার সামর্থ রয়েছে। বেঙ্গালুরু থেকে আসা জনৈক মহিলা যাত্রী নতুন টার্মিনাল ভবনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধার মেলবন্ধনে নির্মিত এই টার্মিনাল ভবনটি যাত্রীদের সমস্ত ধরনের পরিসেবা নিশ্চিত করেছে।

ত্রাস

● প্রথম পাতার পর

দমকল কর্মীরা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় সময়ই এই ট্রান্সফরমারে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এই বিষয়ে বেশ কয়েকবার মধুপুর বিদ্যুৎ অফিসে জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ট্রান্সফরমারটি দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা রয়েছে প্রায়ই শর্টসার্কিট হয়ে আগুন জ্বলে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ট্রান্সফরমারটি ভালোভাবে মেরামত করা কিংবা ট্রান্সফর্মার বদল করে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি উঠেছে।

টিএসআর

● প্রথম পাতার পর

দেখে স্থানীয়রা দমকল বাহিনী এবং পুলিশকে খবর দেন।

এদিকে উত্তেজিত জনতা অভিজিৎ চক্রবর্তীকে গণপ্রহার করেন। তাতে তিনিও আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অপরজন সুরেন বড়ুয়া অবশ্য অক্ষত রয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মরণ শীলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় আমবাসা থানার পুলিশ অভিযুক্ত অভিজিৎ চক্রবর্তী ও সুরেন বড়ুয়াকে আটক করেছে। ওই ঘটনায় স্থানীয় জনগণ ক্ষোভে ফুসছেন।

ভিলেজ

● প্রথম পাতার পর

জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্ত, ত্রিপুরা সরকার ওই কমিটির অনুমোদন এখনো দেয়নি, অভিযোগ করেন তিনি। তাতে স্পষ্ট, এডিসি-র প্রতি কৌশলে বঞ্চনার পথ বেছে নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার, কড়া ভাষায় বিধলেন তিনি।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সরকারী মাধ্যমে প্রাপ্ত খবরে আমরা জানতে পেরেছে অনির্বাচিত সংস্থাকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ২০২২-২৩ অর্থ বছর থেকে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করবে না। এমনটা বাস্তবে পরিণত হলে, ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটি এলাকায় উন্নয়ন কাজ থমকে যাবে। সেখানে বিরাট সংখ্যায় গ্রামীন মানুষের বসবাস, তাঁরা সরাসরি উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হবেন, ক্ষোভের সুরে বলেন তিনি।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছিল। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত রাজ্যে আর রেডিওগ্রাফার নিয়োগ করা হয়নি। তাই তারা অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতেই এদিন দ্বারস্থ হন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে। তাদের অভিযোগ, যোগ্যতাসম্পন্ন রেডিওগ্রাফার থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে না। অবিলম্বে তাদেরকে নিয়োগ করা না হলে তারা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন।

শীঘ্রই

● প্রথম পাতার পর

তাতে, মেলাঘর বাজারে একটি বাইপাস নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

তাঁর দাবি, সোনামুড়া থেকে বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরের দুরত্ব ১১ কিলোমিটার। ওই রুট তৈরী হয়ে গেলে বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আরও উন্নতি হবে।

মিলেনি

● প্রথম পাতার পর

লোকজনের নজরে আসে। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এলাকার লোকজন। তার কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাচ্ছিলেন না এলাকাবাসী। তখনই চোর সন্দেহে তাকে গণ প্রহার করা হয়। গণপ্রহারে ওই ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

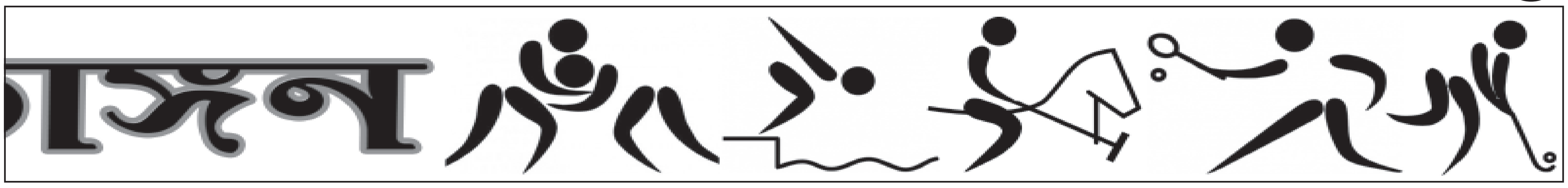

টেস্টে বিরাট যুগের অবসান অধিনায়কত্ব ছাড়লেন বিরাট কোহলি

কেপটাউন, ১৫ জানুয়ারি (হি.স) : এবার টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন বিরাট কোহলি। শনিবার তিনি টুইট করে একথা জানিয়েছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। তারপর থেকেই বিরাটের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শনিবার একটি টুইট করে বিরাট কোহলি জানিয়েছেন, ''টানা ৭ বছর ধরে আমি কঠিন পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায়ের সঙ্গে নিজের কাজটা করে এসেছি। প্রতিদিন চেয়েছি যাতে দলটা একটা সঠিক পথে যায়। আমি সততার সঙ্গে এই কাজটা করে গিয়েছি। সেখানে কোনও ভুল কিন্তু ছিল না। তবে সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট সময় পরে শেষ হয়ে যায়। আমার টেস্ট অধিনায়কত্বও এবার সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর সেটা এখনই। আমার এই যাত্রাপথে অনেকটাই চড়াই-উতরাই ছিল। তবে আমার নিজের কোনও খামতি ছিল না। না ছিল আত্মবিশ্বাসের অভাব। আমি যা করেছি নিজের ১২০ শতাংশ উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর যদি সেটা না করতে পারতাম, তাহলে জানতাম যে আমি সেরাটা দিতে পারছি না। আমার মনের মধ্যে স্বচ্ছ্বতা ছিল। দলের কাছে আমি অসৎ হতে পারব না।"

একদিকে গত ২ বছরে বিরাট কোহলির ব্যাটে আসেনি কোনও শতরান। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বপ্নও ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ইতিপূর্বে বিসিসিআই বিরাট কোহলিকে একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়কত্বের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। তবে বিরাট নিজেই অবশ্য টি-২০ ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে পরাজয়ের পর বিরাট কোহলির টেস্ট অধিনায়কত্বেও বিপদের কালো ছায়া এসে পড়তে শুরু করেছিল। আশঙ্কা করা হয়েছিল, নির্বাচকেরা বিরাটের জায়গায় অন্য ক্রিকেটারের হাতে অধিনায়কত্ব তুলে দিতে পারেন। অবশেষে তিনি নিজেই সিংহাসন ছেড়ে দিলেন।

ক্যানসারে আক্রান্ত কিংবদন্তি টেনিস তারকা ক্রিস এভার্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ক্যানসারে আক্রান্ত প্রাক্তন টেনিস তারকা ক্রিস এভার্ট। শুক্রবার এক ওয়েবসাইটে কিংবদন্তি মহিলা টেনিস খেলোয়াড় জানিয়েছেন, তিনি জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত। গত মাসেই তিনি জানতে পারেন, তাঁর শরীরের বাসা বেঁধেছে ক্যানসার। তা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই সপ্তাহ থেকেই কেমোথেরাপি শুরু করেছেন তিনি।

শনিবার টুইটারে একটি পোস্টের মাধ্যমে নিজের ক্যান্সার-আক্রান্ত হওয়ার খবর জানান এভার্ট। সেই সঙ্গে ওয়েবসাইটে তাঁর লেখার অংশও পোস্ট করেন। সেখানে বলেছেন, সম্প্রতি এক পরীক্ষায় তাঁর স্টেজ ওয়ান জরায়ুর ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বাকিদের সাহায্য করার জন্যেই তিনি এই ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছেন। একদম শুরুতেই এই রোগ ধরা পড়ার জন্যে নিজেকে ভাগ্যবানও বলেছেন এভার্ট।

আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড় জানিয়েছেন, গত মাসের শুরুতে হিস্টেরেকটমি পরীক্ষার পরেই জানতে পারেন, তাঁর জরায়ুতে ছোট টিউমার রয়েছে। দ্বিতীয় বার পরীক্ষার পরেই তাঁর শরীর থেকে সেই টিউমার সরিয়ে ফেলা হয়। শরীরের বাকি কোনও অংশে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েনি বলেই জানিয়েছেন এভার্ট। পাশাপাশি ডাক্তাররা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, এভার্টের শরীরে ক্যান্সার কোনওদিন না ফেরার সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ। উচ্ছ্বসিত এভার্ট সেই খবর শোনার পরে বলেছেন, "অনেক বছর পর এত খুশি হয়েছিলাম কোনও খবর শুনে!" উল্লেখ্য, ক্রিস এভার্টের বোন জিন এভার্টেরও ওভারিয়ান ক্যানসার ছিল। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র ৬২ বয়সেই তিনি মারা যান। প্রত্যেককে সচেতন হওয়ার বার্তা দিয়ে এভার্ট বলেন, 'নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন থাকুন। রোগ নিয়ে পরিবারের ইতিহাস জানুন এবং শরীর সুস্থ রাখুন। শরীরে কোনও রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করলে সেই সম্পর্কে সচেতন হন। কোনও ভাবেই অবহেলা করবেন না।'

ক্রিস এভার্ট এককভাবে ১৮টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। মহিলা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে পৌঁছেছেন তিনি। তাছাড়া, ১৯৯৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল হল অফ ফেমে জায়গা পেয়েছিলেন। গত মাসে তার ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং এই সপ্তাহ থেকে তার কেমোথেরাপি শুরু হয়। এভার্টের এই বার্তার পরে নেটিজেনরা কিংবদন্তি টেনিস তারকার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সকলেই এভার্টের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন।

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মামলা নং WP(C) 251 of 2008 সেহামূলে মহামান্য উচ্চ আদালতের আদেশ ক্রমে ১ জন Warder (male) পদে পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে নিয়োগ করার জন্য, আগামী ১৮ই জানুয়ারি ২০২২ এ নির্ধারিত Interviewটি, বর্তমান ক্রমবর্ধমান (Covid) পরিস্থিতির জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হল। পরবর্তী তারিখ, যথারীতি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ও কারা মহানিরীক্ষকের ওয়েবসাইট prisonstripura.gov.in এ ঘোষণা করা হবে।

স্বাঃ- অস্পষ্ট
চেয়ারম্যান
রি-কনস্টিটিউটেড রিক্রুটমেন্ট বোর্ড
(ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্স)
ত্রিপুরা।

ICA-D-1656/2021-22

PNIeT No:- 65/EE/PWD(DWSVAMB/2021-22 dt. 20-08-2021
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work: -

S N	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T : 135/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	Appropriate Class
2	DNIe-T : 136/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	
3	DNIe-T : 137/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	
4	DNIe-T : 138/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	
5	DNIe-T : 139/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	
6	DNIe-T : 140/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 03-02-2022 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID : 04-02-2022 at 16.00 Hrs
Website for Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
Tender Fee : 2,500.00 each, .(non refundable).
Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in for any query M- 03826-267230/ 9436355955

Executive Engineer
DWS Division Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-3354/2021-22

করোনার কারনে ইন্ডিয়া ওপেন থেকে সরে দাঁড়াতে হল রাশিয়ান জুটিকে

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ফের করোনার ছায়া ইন্ডিয়া ওপেনে। করোনার কারনে এবার ইন্ডিয়া ওপেনের মিক্সড ডাবলসের সেমিফাইনাল ম্যাচের আগে টুর্নামেন্টের মূল ড্র থেকে নাম তুলে নিলেন আরও দুইজন খেলোয়াড়। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই রাশিয়ান মিক্সড ডাবলস খেলোয়াড় রডিয়ন আলিমভ করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় নাম তুলে নিতে বাধ্য হন। এরফলে ইন্দোনেশিয়ার জুটি— ইয়ং কাই টেরি হি এবং উয়েই হান তান ওয়াকওভার পেয়ে মিক্সড ডবলস ফাইনালে পৌঁছে গেলেন।

টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই রাশিয়ান মিক্সড ডাবলস খেলোয়াড় রডিয়ন আলিমভ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে তিনি টুর্নামমেন্ট থেকে নাম তুলে নিলেন। আক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন বলেএলিনা ডাভলেটোভাও নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। ফলে ওয়াকওভার পেয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার ইয়ং কেই টেরি হি এবং ওয়েই হান তান। এর আগে গতকাল, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের রুপোর পদক বিজয়ী কিদাম্বি শ্রীকান্ত সহ সাত ভারতীয় খেলোয়াড়কে সংক্রামিত হওয়ার পরে নাম প্রত্যাহার করতে হয়েছিল।

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন একটি বিবৃতিতে বলেছে, 'ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল ফেডারেশন নিশ্চিত করে যে বর্তমান ড্রতে একজন খেলোয়াড় পরীক্ষায় পজিটিভ পাওয়া গেছেন ফলে তিনি ও তাঁ পার্টনার ইয়োনেক্স সানরাইজ ইন্ডিয়া ওপেন ২০২২ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে।' রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'শুক্রবার বাধ্যতামূলক আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় এই খেলোয়াড়ের পজিটিভ পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সঙ্গীও নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ওয়াকওভার পেয়েছে।'

এদিকে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লো কিন ইউও পুরুষদের একক ফাইনালে পৌঁছেছে কারণ সেমিফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রায়ান ইয়াং গলা ব্যথা এবং মাথাব্যথার কারণে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ভারতের ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, 'ব্রায়ান ইয়াং গলা ব্যথা এবং মাথাব্যথার অভিযোগ করেছেন। এ কারণে তিনি আর খেলছেন না। তার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।' রাশিয়ার মহিলা ডাবলস দলের সদস্য একেতেরিনা মালকোভা এবং আনাস্তাসিয়া শাপোভালোভাও একাতেরিনার পিঠে ব্যথার কারণে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সেমিফাইনালে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ার আনাস্তাসিয়া একচুরিনা এবং ওলগা মোরোজোভা ফাইনালে উঠেছে।

জে ইয়ংকে হারিয়ে ইন্ডিয়া ওপেনের ফাইনালে লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতের উঠতি ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেনের জয়ের ধারা অব্যাহত। এই প্রথম ব্যাডমিন্টনের সুপার ৫০০ প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠলেন তিনি। শনিবার ইন্ডিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সেমিফাইনালে মালয়েশিয়ার এনজি জে ইয়ংকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেলেন তিনি। শনিবার মালয়েশিয়ার এনজি জে ইয়ংয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন লক্ষ্য। প্রথম গেমে ১৯-২১ গেমে হেরে গিয়েছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু দ্বিতীয় গেমেই ঘুরে দাঁড়ান তিনি। ২১-১৬ গেমে জিতে নেন। পরের গেমে আরও দাপট দেখা যায় লক্ষ্যের খেলায়। তিনি ২১-১২ গেমে জিতে নেন সেট এবং ম্যাচও। এই প্রথমবার খেলতে নেমেছেন লক্ষ্য। আর প্রথমবার খেলতে নেমেই ফাইনালে ওঠায় দারুণ খুশি ভারতীয় ক্রীড়ামহল। শনিবার পুরুষদের সেমি ফাইনালে লক্ষ্য হারালেন মালয়েশিয়ার এনজি তজে ইয়ংকে। সম্প্রতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন লক্ষ্য।

প্রকাশ পাড়ুকোন এবং বি সাই প্রণীতের পর ভারতের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি। ইন্ডিয়া ওপেন ফাইনালে সিঙ্গাপুরের লোহ কিয়ান ইউয়ের মুখোমুখি হবেন লক্ষ্য, যিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ ব্রায়ান

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন যেকোনও খেলোয়াড়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, জোকোভিচকে কটাক্ষ নাদালের

মেলবোর্ন , ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ভিসা বিতর্কে ঘুরিয়ে নোভাক জোকোভিচকে একহাত নিলেন রাফায়েল নাদাল। সোমবার বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম শুরুর আগে শনিবার মেলবোর্ন পার্কে সাংবাদিকদের রাফায়েল নাদাল বলেন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন যেকোনও খেলোয়াড়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরুর আগে নোভাক জোকোভিচের দ্বিতীয় বার ভিসা বাতিল নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এ বার মুখ খুললেন প্রাক্তন এক নম্বর রাফায়েল নাদাল। তাঁর মতে, কোনও ক্রীড়াবিদ খেলার থেকে বড় হতে পারেন না। জোকোভিচ না খেললেও তাতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোনও ক্ষতি হবে না বলেই মনে করেন তিনি। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে মেলবোর্ন পার্কে সাংবাদিকদের সামনে নাদাল বলেন, "কোনও প্লেয়ারের থেকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই জোকোভিচ খেলুক বা না খেলুক অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সফল হবেই।" মানুষ হিসেবে সার্বিয়ান তারকাকে সম্মান করলেও গত কয়েক দিনে জোকোভিচ যা করেছেন তাতে মোটেই খুশি নন নাদাল। তিনি বলেন, "আমি ওকে সম্মান করি। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে ও যা করেছে তার সঙ্গে আমি একমত নই। আমার মনে হয় পরিস্থিতি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এত কিছু দেখে আমার ক্লান্ত লাগছে। আমার মনে হয় সবার টেনিসের দিকে একটু মন দেওয়া উচিত।" এ দিকে ভিসা বাতিলের পরে মেলবোর্নেই একটি বাড়িতে রাখা হয়েছে জোকোভিচকে। শনিবার প্রথমে জোকোভিচকে অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসন দফতরের সামনে সাক্ষাৎকার দিতে হবে।

ইন্ডিয়া ওপেনে সেমিফাইনালে লক্ষ্য সেন

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী লক্ষ্যের বিজয়রথ অব্যাহত। ইন্ডিয়া ওপেনে স্বদেশীয় এইচএস প্রণয়কে মাত দিয়ে নাগাড়ে তৃতীয় টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছলেন ২০ বছর বয়সী ভারতীয় শাটলার। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী কমপ্লেক্সে, প্রথম গেমে পিছিয়ে পড়েও তিন গেমের লড়াইয়ে প্রণয়কে ১৪-২১, ২১-৯, ২১-১৪ স্কোরলাইনে পরাস্ত করলেন বর্তমান বিশ্বের ১৭ নম্বর ব্যাডমিন্টন তারকা।

ঘরোয়া টুর্নামেন্টে প্রণয় এবং লক্ষ্য এর আগেও দুইবার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছেন। দুইজনেই একটি করে ম্যাচ জিতেছেন এবং দুই জনেই একে অপরের খেলার বিষয়ে বেশ ভালভাবই অবগত। তাই এই ম্যাচ বরাবরই রোমাঞ্চকর হওয়ার সম্ভাবনা ছিলই। হলও তাই, প্রণয় প্রথম গেমে একেবারে নিখুঁতভাবে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে গেম জিতে নেন। তবে নাছোড় মনোভাবের লক্ষ্য, কোচের পরামর্শে নিজের খেলায় স্থিরতা এনে, পুনরায় ফোকাস ফেরাতেই বাজিমাত। লক্ষ্য নিজের পরের ম্যাচে মালেশিয়ার জে ইয়ংয়ের মুখোমুখি হবে। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ইন্ডিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): দু'বারের অলিম্পিকজয়ী ভারতীয় তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু পৌঁছে গেলেন ইন্ডিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে। টুর্নামেন্টের শীর্ষবাছাই সিন্ধুর মেয়েদের সিঙ্গলসে স্ট্রেট গেমে অস্মিতা চলিহাকে হারিয়ে শেষ চারের টিকিট পাকা করেছেন সিন্ধু। মেয়েদের সিঙ্গলসে সিন্ধু মাত্র ৩৬ মিনিটে ২১-৭, ২১-৯, ২১-৪ ফলাফলে অস্মিতাকে হারিয়েছেন।

সাইনা নেহওয়াল আগেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেও নতুন বছরের শুরুটা ভালোই চলছে সিন্ধুর। ইন্ডিয়া ওপেনের শেষ চারে নিজের জায়গা পাকা করে নিলেন সিন্ধু। টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই সিন্ধু মুখোমুখি হয়েছিলেন টুর্নামেন্টের সারপ্রাইজ প্যাকেজ অস্মিতা ছালিহার। দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী সিন্ধুর বিরুদ্ধে ছালিহা একটু লড়াই দেখালেও ৭-২১, ১৮-২১ ব্যবধানে ৩৬ মিনিটে পরাজিত হতে হয় তাঁকে। সেমিফাইনালে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ডের সুপানিদা কাটথঙ। মহিলাদের অপর সেমিতে আকর্ষি কাশ্যপ মুখোমুখি হবেন টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই থাই শাটলার বুসানান অঙ্গবামরুঙ্গফানের।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় দিয়ে অনুর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু অস্ট্রেলিয়ার

জর্জটাউন, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে দাপুটে জয় দিয়ে অনুর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল তিন বার খেতাবজয়ী দল অস্ট্রেলিয়া। আয়োজক দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ছয় উইকেটে সহজেই নিজেদের ম্যাচ জিতে নেয় কুপার কনোলির নেতৃত্বাধীন অজিরা। অজিদের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাত্র ৪০.১ ওভারে ১৬৯ রানেই গুটিয়ে যায়। শুরুতে ১২ রানে তিন উইকেট হারানোর পর উইন্ডিজ অধিনায়ক আকিম আগস্টি (৫৭) এবং রিভাল্ডো ক্লার্ক (৩৭) চতুর্থ উইকেটের জন্য লড়াকু ৯৫ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। তবে এই পার্টনারশিপ বাদে কোনো ব্যাটাররাই আর তেমন বড় রান যোগ করতে পারেনি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর উইকেট হারিয়ে কখনও নিজেদের ইনিংসে প্রয়োজনীয় মোমেন্টাম পায়নি উইন্ডিজ। অজিদের হয়ে কনোলি এবং "সব্যসাচী" বোলার নিভেথান রাধাকৃষ্ণান তিনটি করে উইকেট নেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই দুই উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়াও একটু চাপেই পড়ে যায়। তবে ওপেনার টেগ ওয়াইলির সুবাদে, ১৭০ রানের জয়ের লক্ষ্যে পাঁচ ওভার বাকি থাকতেই পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। ওয়াইলি ব্যক্তিগত ৮৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ওয়াইলির পাশপাশি কনোলি ২৩ ও রাধাকৃষ্ণান ৩১ রান করেন।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

CORRIGENDUM

Name of Work: Construction of High-Rise Multi-storeyed Office Building at Gurkhabasti, Agartala, Tripura on Trunkey Basis.
Ref: Press Notice Inviting Bid No. : 16/EE/Divn-III/PWD(R&B)/ 2021-22, dated 04.12.2021
Tender ID: 2021_CEPWD_24466_1
PWD, Government of Tripura has extended the bid submission end date and time for above-mentioned tender upto 14 February 2022, [Time: 15.30 Hrs.]. The Technical Bid will be opened on 14 February 2022, [Time: 16.00 Hrs.]. All other Schedule will remain unchanged.

(Er. L Goswami)
Executive Engineer
Agartala Division No. III, PWD(R&B)
Agartala, Tripura

ICA-C-3364/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 03/EE/NHD (PWD)/BKR/2021-22, Dated, Baikhora, 08-01-2022

The Executive Engineer, NH_ Division PWD, Baikhora, Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor • of Tripura' sealed item rate tender(s) from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD/Owner of vehicle, upto 3.00 P.M. on 29-01-2022 for the following works:-

Sl. No.	NAME OF WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SEAL OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1.	Hiring of 1 (one) number Maruti(Omni) Van Petrol Engine four wheeler along with driver for official purposes for office of the Sub-Division Officer, NH Sub-Division PWD, Baikhora, Santirbazar, South Tripura. DNITNO.- 04/EE/NH (PWD)/DIVN/BKR/ 2021-22.	Rs. 3,21,600.00	Rs. 3,216.00	240 days	Upto 16.00 Hrs on 27-01-2022	At 15.30 Hrs on 29-01-2022	Office of the Executive Engineer, NH Division PWD, Baikhora, Santirbazar, South Tripura	Appropriate Class

Earnest money should be deposited in : he State Bank of India or any schedule Bank of India guaranteed by the RBI in the shape of **"Deposit-at-call"** or "Demand Draft" on schedule bank only in favour of **the Executive Engineer, NH Division PWD, Baikhora, Santirbazar South Tripura.** The Deposit-at-call or Demand Draft must be submitted along with tender.
Tender documents shall be issued on payment of **Rs. 1000.00** (Rupees one thousand) only in cash/Demand Draft (Non Refundable) on any working days as specified above on production of documentary proof of registration of the firm, nationality of tenderer, PAN Card issued by the Income Tax Department valid PTCC/STCC (GST Registration), valid license of Labour Department/Commercial license of vehicle along with an application.
Demand drafts furnished towards Earnest Money along with the tender shall be valid for a period of 3 (three) from the last date of receipt of tender.
Tender's can be sent through Registered Post/Speed Post or dropped in the tender box/boxes at the **Office of the Executive Engineer, NH Division PWD, Baikhora, Santirbazar, South Tripura** so as to reach or dropped well within the last date for receipt as specified above. Sealed tender,s received shall be opened by the Executive Engineer, NH Division PWD, Baikhora, Santirbazar, South Tripura in presence of intending tenderers and other tenderers who may like to be present.
The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, NH Division PWD, Baikhora, Santirbazar South Tripura from 11.00 A.M to 4.00 P.M during office hours on all working days specified as above The notice can also be seen at website: a) www.tripuranic.in

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Rajat Baidya)
Executive Engineer
NH Division PWD, Baikhora
Santirbazar, South Tripura

ICA-C-3359/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

Tripura State AIDS Control Society

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

করোনা মোকাবেলায় রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

হোম আইসোলেশন বিষয়ক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত নিম্নোক্ত নিয়মাবলী মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী

- নিজেকে আলাদা ঘরে রাখা এবং যথাসম্ভব মাস্ক ব্যবহার করতে হবে
- আলো-বাতাস চলাচল করে এমন ঘরই করোনা রোগীদের জন্য শ্রেয়
- সর্বদা তিন লেয়ারের মাস্ক ব্যবহার করা দরকার। মাস্ক ব্যবহার করার পর তা যদি নোংরা হয়ে যায় বা ভিজে যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দিতে হবে
- নিয়মিত হাত ধোয়া এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে
- যতটা সম্ভব বিশ্রাম এবং সঠিক পরিমাণে তরল পদার্থ গ্রহণ করতে হবে
- নিজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র অন্যের সঙ্গে আদান প্রদান না করাই শ্রেয়
- পালস্ অক্সিমিটার ব্যবহারে নিজেকে পর্যবেক্ষণে রাখা বাঞ্ছনীয়
- প্রতিদিন নিজের তাপমাত্রা মাপতে হবে। স্বাভাবিকের বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন

করোনা-বিধি মেনে চললে আমরা সকলে মিলে রোগটিকে পরাস্ত করতে পারবো

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার দ্বারা প্রচারিত
এইডস সম্পর্কে জানতে ১০৯৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে ফোন করুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।